অষ্টম অধ্যায়

সঙ্গীতি

অধ্যায় অ্যাসেসমেন্ট ছক			3A পেলে অর্জিত হবে
ছক-১	ছক-২	ছক-৩	A+
বিস্তারিত জানতে পৃষ্ঠা ২ দেখো			

■ অধ্যায় সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু

সঙ্গীতি হলো ভিক্ষুসঙ্ঘের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী সভা বা সম্মেলন। এসব সভায় শত শত প্রবীণ, জ্ঞানী এবং অর্হৎ ভিক্ষু উপস্থিত থাকতেন। ভিক্ষুসঙ্ঘ সঙ্গীতি আহ্বানের মাধ্যমে বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করে বুদ্ধবাণী যথাযথভাবে রক্ষা করতেন। বৌদ্ধ সঙ্গীতি বৌদ্ধদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়। বুদ্ধের সময়ে এবং তৎপরবর্তী প্রায় তিনশত বছর বুদ্ধের বাণীসমূহ লিখিত হয়নি। প্রথম দিকে বুদ্ধের শ্রুতধর ভিক্ষুসঙ্ঘ বুদ্ধবাণীসমূহ মুখস্থ করে রাখতেন। পরবর্তীতে বুদ্ধের শিষ্যবর্গের লাভ-সৎকার দেখে অনেক লোক মুণ্ডিত মস্তকে চীবর ধারণ করে লাভ-সৎকারের প্রত্যাশী হন। তাই বিনয়ধারী ভিক্ষুগণ সম্মেলনের মাধ্যমে বুদ্ধবাণী সংগ্রহের ব্যবস্থা করেন। এভাবে প্রায় ছয়টি সঙ্গীতি বা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবার ইতিহাস জানা যায়। প্রথম ও দ্বিতীয় সঙ্গীতিতেও ত্রিপিটক লিখিত হয়নি। তৃতীয় সঙ্গীতিতে সম্রাট অশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় ত্রিপিটক সংগ্রহ করে, একত্রিত করা হয়। তৎপর রাজার পুত্র ভিক্ষু মহেন্দ্র ও রাজকন্যা ভিক্ষুণী সঙ্ঘমিত্রা সংগৃহীত বুদ্ধবাণী সিংহলে নিয়ে যান। সিংহলরাজ বট্টগামণী এ ত্রিপিটক ভূর্জপত্রে লেখার ব্যবস্থা করেন। এভাবে বিভিন্ন সঙ্গীতিতে বুদ্ধবাণীসমূহ সংকলনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

সঙ্গীতি

AUDIO BOOK শুরুতেই পাঠ্যবই থেকে 'সঙ্গীতি' অধ্যায়টি পড়ে নাও।
অথবা মোবাইলে Audio Book শোনার জন্য QR Code স্ক্যান করো।

■ অধ্যায়টির শিখনফল

Tutor এখানে অধ্যায়ের শিখনফলগুলোর গুরুত্ব স্টার (★) চিহ্নিত করে বোঝানো হয়েছে। কোন শিখনফল থেকে বিগত বছরসমূহে বোর্ড পরীক্ষায় কত সংখ্যক প্রশ্ন এসেছে এবং এ অধ্যায়ে এসব শিখনফলের ওপর কোন কোন প্রশ্ন রয়েছে তা এ ছক থেকে জানতে পারবে তুমি।

	শিখনফল	বোর্ড ও সাল	প্রশ্ন নম্বর
★	১. সঙ্গীতির ধারণা ও পটভূমি বর্ণনা করতে পারবে।		২, ১৩, ১৪
★	২. সঙ্গীতির মাধ্যমে বুদ্ধবাণী সংকলিত হয়েছিল তার ধারণা দিতে পারবে।		১৫
★★	৩. প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সঙ্গীতি-আহ্বানের কারণ ও ফলাফল বর্ণনা করতে পারবে।	ঢা. বো., ২৪; ঢা. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো. '২০; ঢা. বো., চ. বো. '১৯; স. বো. '১৮; '১৭; '১৬; '১৫।	১, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৬, ১৭
★	৪. বুদ্ধবাণী গ্রন্থাকারে সংকলিত হওয়ার ক্ষেত্রে সঙ্গীতির ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারবে।		১১

অ্যানালাইসিস

- **পাঠ বিশ্লেষণ** | পৃষ্ঠা ২১২
  - ✓ অধ্যায়ের শিখনফলের গুরুত্ব নির্ধারণ | পৃষ্ঠা ২১২
  - ✓ পাঠ সহায়ক বিষয়বস্তু | পৃষ্ঠা ২১২
  - ✓ কুইজের উত্তরমালা | পৃষ্ঠা ২১৪

অ্যাপ্লিকেশন

- **সৃজনশীল বহুনির্বাচনি প্রশ্ন** | পৃষ্ঠা ২১৫
  - ✓ অনুশীলনীর প্রশ্ন ✓ বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন ✓ শীর্ষস্থানীয় স্কুলের টেস্ট পরীক্ষার প্রশ্ন ✓ মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত প্রশ্ন
- **সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন** | পৃষ্ঠা ২২৪
- **জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন** | পৃষ্ঠা ২২৬
- **সৃজনশীল রচনামূলক প্রশ্ন** | পৃষ্ঠা ২২৯
  - ✓ অনুশীলনীর প্রশ্ন ✓ বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন ✓ শীর্ষস্থানীয় স্কুলের টেস্ট পরীক্ষার প্রশ্ন ✓ মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত প্রশ্ন ✓ সমন্বিত অধ্যায়ের প্রশ্ন

অ্যাসেসমেন্ট

- **প্রশ্নব্যাংক** | পৃষ্ঠা ২৩৯
  - ✓ রচনামূলক প্রশ্ন | পৃষ্ঠা ২৩৯
  - ✓ সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন | পৃষ্ঠা ২৪০
- **অধ্যায়ভিত্তিক মডেল টেস্ট** | পৃষ্ঠা ২৪১
  - ✓ বহুনির্বাচনি অভীক্ষা | পৃষ্ঠা ২৪১
  - ✓ রচনামূলক অভীক্ষা | পৃষ্ঠা ২৪২

অ্যানালাইসিস অংশ: পাঠ বিশ্লেষণ

■ শিখনফলের গুরুত্ব নির্ধারণ ■ পাঠ সহায়ক বিষয়বস্তু

অধ্যায়ের শিখনফলের গুরুত্ব নির্ধারণ — বোর্ডভিত্তিক প্রশ্নসংখ্যা ও শিখনফলের ভিত্তিতে

Tutor এ অধ্যায়ের কোন শিখনফল কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা বোঝার জন্য শিখনফলের ক্রমিক নম্বর উল্লেখ করে সংশ্লিষ্ট শিখনফলের ওপর কতবার প্রশ্ন এসেছে তা ছক ও গ্রাফের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ শিখনফলসমূহের ওপর প্রশ্নগুলো তুমি বেশি গুরুত্ব দিয়ে অনুশীলন করো।

শিখনফল নম্বর	বোর্ডভিত্তিক প্রশ্নসংখ্যা (২০১৫-২৪)										
	ঢাকা	ময়মনসিংহ	রাজশাহী	দিনাজপুর	কুমিল্লা	চট্টগ্রাম	সিলেট	যশোর	বরিশাল	সকল বোর্ড	মোট
১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	০
২	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	০
৩	৩	-	১	-	১	২	২	১	-	৪	১৪
৪	১	-	-	-	-	১	১	১	-	-	৪

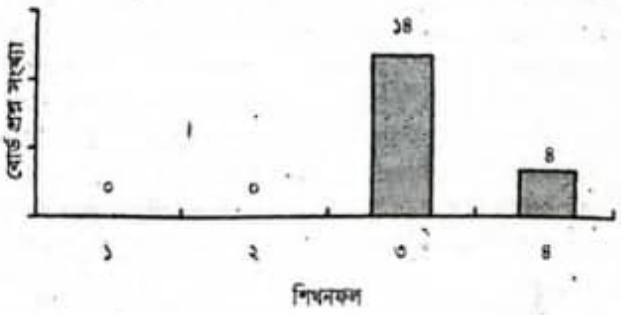

বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, গুরুত্বের ক্রম অনুযায়ী শিখনফলগুলো হলো ৩ ও ৪

পাঠ সহায়ক বিষয়বস্তু — নতুন পাঠ্যবইয়ের টপিকের ভিত্তিতে

Tutor এখানে প্রতিটি টপিকের ওপর পাঠ্যবই ও বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত জ্ঞান টু-দ্য-পয়েন্ট দেওয়া হয়েছে। সেইসঙ্গে রয়েছে কুইজ। যদি তুমি সবগুলো কুইজের উত্তর করতে পারো তাহলে বুঝতে পারবে টপিকের ওপর তোমার স্বচ্ছ ধারণা হয়েছে।

অধ্যায় ৮

সঙ্গীতির ধারণা, উদ্দেশ্য ও পটভূমি

সঙ্গীতি সম্পর্কে জ্ঞান ব্যতীত বৌদ্ধধর্মের প্রকৃত ইতিহাস জানা সম্ভব নয়। বুদ্ধ লিখিত আকারে কোনো ধর্মোপদেশ দেননি। প্রথম দিকে তাঁর শিষ্যগণ বুদ্ধের ধর্মোপদেশ স্মৃতিতে নিখুঁতভাবে ধারণ করে রাখতেন এবং মৌখিকভাবে প্রচার করতেন। বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর তাঁর শিষ্যগণ সেসব ধর্মোপদেশ সঙ্গীতি আহ্বানের মাধ্যমে প্রথমে সংকলন করেন।

বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধীয় প্রশ্ন মীমাংসা, প্রকৃত বুদ্ধবাণী নির্ধারণ, সংকলন, সংরক্ষণ, বিশুদ্ধতা রক্ষা এবং প্রচার-প্রসারের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, যা বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসের সঙ্গীতি নামে পরিচিত। সংক্ষেপে বলা যায়, সঙ্গীতি হলো ভিক্ষুসঙ্ঘের সর্বোচ্চ নীতি-নির্ধারণী সভা বা সম্মেলন। এসব সভায় শত শত প্রবীণ, জ্ঞানী এবং অর্হৎ ভিক্ষু উপস্থিত থাকতেন।

সঙ্গীতির মাধ্যমে বুদ্ধবাণী সংরক্ষণ বৌদ্ধ সঙ্গীতি বৌদ্ধদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়। বুদ্ধের সময়ে এবং তৎপরবর্তী প্রায় তিনশত বছর বুদ্ধের বাণীসমূহ লিখিত হয়নি। প্রথম দিকে বুদ্ধের শ্রুতিধর ভিক্ষুসঙ্ঘ বুদ্ধবাণীসমূহ মুখস্থ করে রাখতেন। পরবর্তী সময়ে বুদ্ধের শিষ্যবর্গের লাভ-সৎকার দেখে অনেক লোক মুণ্ডিত মস্তকে চীবর ধারণ করে লাভ-সৎকারের প্রত্যাশী হন। তাই বিনয়ধারী ভিক্ষুগণ সম্মেলনের মাধ্যমে বুদ্ধবাণী সংগ্রহের ব্যবস্থা করেন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বৌদ্ধগণ প্রায় ছয়টি সঙ্গীতি বা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবার কথা বিশ্বাস করেন। তবে কিংবদন্তি অনুসারে নয়টি সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা জানা যায়। প্রথম ও দ্বিতীয় সঙ্গীতিতেও ত্রিপিটক লিখিত হয়নি। সম্রাট অশোকের রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষে ব্যাপক প্রচার-প্রসার লাভ করেন। তৃতীয় সঙ্গীতিতে সম্রাট অশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় ত্রিপিটক সংগ্রহ করে একত্রিত করা হয়। তৎপর রাজার পুত্র ভিক্ষু মহেন্দ্র ও রাজকন্যা ভিক্ষুণী সঙ্ঘমিত্রা সংগৃহীত বুদ্ধবাণী সিংহলে নিয়ে যান। সিংহল রাজা বট্টগামণী এ ত্রিপিটক ভূর্জপত্রে লেখার ব্যবস্থা করেন। এভাবে বিভিন্ন সঙ্গীতিতে বুদ্ধবাণীসমূহ সংকলনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

কুইজ-১

কুইজ অ্যাসেসমেন্ট স্কর: D ০-২টি | C ৩-৪টি | B ৫-৬টি | A ৭-৮টি

প্রশ্ন-১. কী সম্পর্কে জ্ঞান ব্যতীত বৌদ্ধধর্মের প্রকৃত ইতিহাস জানা সম্ভব নয়?

প্রশ্ন-২. বুদ্ধ লিখিত আকারে কী দেননি?

প্রশ্ন-৩. ভিক্ষুসঙ্ঘের সর্বোচ্চ নীতি-নির্ধারণী সভা বা সম্মেলনকে কী বলা হয়?

প্রশ্ন-৪. প্রথম দিকে বুদ্ধের শ্রুতিধর ভিক্ষুসঙ্ঘ বুদ্ধবাণীসমূহ কীভাবে প্রচার করতেন?

প্রশ্ন-৫. কিংবদন্তি অনুসারে কয়টি সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা জানা যায়?

প্রশ্ন-৬. দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বৌদ্ধগণ কয়টি সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা বিশ্বাস করেন?

প্রশ্ন-৭. কোন সম্রাটের পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষে ব্যাপক প্রচার-প্রসার লাভ করে?

প্রশ্ন-৮. সিংহলের কোন রাজা ত্রিপিটক ভূর্জপত্রে লেখার ব্যবস্থা করেন?

Tutor কুইজের উত্তর মিলিয়ে নিতে পৃষ্ঠা ২১৪ দেখো।

প্রথম সঙ্গীতি

প্রথম সঙ্গীতি আহ্বানের কারণ সম্পর্কে কোনো মতানৈক্য নেই। কথিত আছে, বুদ্ধের পরিনির্বাণের সময় মহাকশ্যপ স্থবির কুশীনগরে ছিলেন না। তিনি পাবা থেকে কুশীনগর যাওয়ার পথে বুদ্ধের পরিনির্বাণের কথা জানতে পারেন। তিনি আরও শুনলেন যে, সুভদ্র নামক এক অবিনীত বৌদ্ধ ভিক্ষুর উক্তিতে পণ্ডিত ও বিনয়ী ভিক্ষুরা বুদ্ধ শাসনের পরিহানি আশঙ্কা করে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের তিনমাস পরে অর্হৎ ভন্তে

মহাকশ্যপের নেতৃত্বে রাজগৃহের সপ্তপর্ণী গুহায় প্রথম সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। রাজা অজাতশত্রু সঙ্গীতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। পাঁচশত অর্হৎ ভন্তের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত সম্মেলনের ফলাফল ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

মহাকশ্যপ ভন্তে প্রশ্নকর্তা ছিলেন। তাঁর প্রশ্নের উত্তরে উপালি স্থবির 'বিনয়' আবৃত্তি করেন এবং আনন্দ স্থবির 'ধর্ম' আবৃত্তি করেন। উপস্থিত ভিক্ষুসঙ্ঘ প্রদত্ত উত্তর অনুমোদন করেন। এভাবে পৃথক সঙ্গীতিতে বুদ্ধবাণীসমূহ সংগৃহীত হয়েছিল। এভাবে প্রথমে বিনয় বিধান সভায় অনুমোদিত হয়। তৎপর আনন্দ স্থবিরের বর্ণনায় সুত্তপিটক বিষয়ক অংশ সভায় অনুমোদিত হয়। শ্রুতিধর অর্হৎ ভিক্ষুসঙ্ঘগণ বুদ্ধবাণীসমূহ কণ্ঠস্থ করে রাখতেন।

এভাবে চার মাসব্যাপী অনুষ্ঠিত প্রথম সঙ্গীতিতে পাঁচশত অর্হৎ ভিক্ষুর ভন্তের উপস্থিতিতে প্রথম সঙ্গীতি সমাপ্ত হয়েছিল। যার ফলাফল বৌদ্ধ ইতিহাসে অপরিসীম।

কুইজ-২

কুইজ অ্যাসেসমেন্ট স্কর

D	C	B	A
০-২টি	৩-৪টি	৫-৬টি	৭-৮টি

প্রশ্ন-১. কোন সঙ্গীতি আহ্বানের কারণ সম্পর্কে কোনো মতানৈক্য নেই?

প্রশ্ন-২. বুদ্ধের পরিনির্বাণের সময় মহাকশ্যপ স্থবির কোথায় ছিলেন না?

প্রশ্ন-৩. কার অবিনীত উক্তিতে বুদ্ধ শাসনের পরিহানির আশঙ্কা দেখা দেয়?

প্রশ্ন-৪. বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের কয়মাস পরে প্রথম সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়?

প্রশ্ন-৫. কার সভাপতিত্বে প্রথম সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল?

প্রশ্ন-৬. প্রথম সঙ্গীতিতে 'বিনয়' আবৃত্তি করেন কে?

প্রশ্ন-৭. প্রথম সঙ্গীতিতে 'ধর্ম' আবৃত্তি করেন কে?

প্রশ্ন-৮. পাঁচশত অর্হৎ ভিক্ষুর উপস্থিতিতে প্রথম সঙ্গীতি কয়মাস ব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়েছিল?

কুইজের উত্তর মিলিয়ে নিতে পৃষ্ঠা ২১৪ দেখো।

দ্বিতীয় সঙ্গীতি

বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের একশো বছর পর বজ্জিপুত্রীয় ভিক্ষুগণ সঙ্ঘে বিনয়-বহির্ভূত দশটি বিধিবিধান বা দশবত্থুনী প্রচলন করেন। শুধু তাই নয়, তাঁরা উপোসথ দিবসে ভিক্ষুসঙ্ঘের মধ্যখানে পানিভর্তি তাম্রপাত্র রেখে উপাসক-উপাসিকাদের 'কহাপণ' (স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা) প্রদানের জন্য অনুরোধ করতেন। তাঁরা অন্যান্য বিনয়ধর ভিক্ষুর এ দশটি বিনয় বহির্ভূত বিধানকে সমর্থন জানানোর জন্য অনুরোধ করেন। তাঁরা যশ স্থবিরকে উপঢৌকন দিয়ে বশে রাখার চেষ্টা করেন। কিন্তু যশ স্থবির বজ্জিপুত্রীয় ভিক্ষুদের বিনয় বহির্ভূত ও সঙ্ঘ পরিপন্থি গর্হিত আচরণ থেকে বিরত থাকার অনুরোধ জানান। বজ্জিপুত্রীয় ভিক্ষুগণ তাঁর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। তখন তিনি বজ্জি ভিক্ষুদের বিনয় বহির্ভূত কর্ম হতে নিবৃত্ত করার জন্য বিনয়ী ভিক্ষু ও ধার্মিক লোকদের অনুরোধ করেন। এতে বজ্জিপুত্রীয় ভিক্ষুগণ ক্ষুব্ধ হয়ে যশ স্থবিরকে 'পটিসারণীয় কম্ম' প্রদান করেন। যশ স্থবির দুর্বিনীত ভিক্ষুদের কথার কর্ণপাত না করে ধর্মরক্ষার জন্য বৈশালীবাসীদের আহ্বান জানান। এতে বজ্জিপুত্রীয় ভিক্ষুগণ বিক্ষুব্ধ হয়ে 'উক্খেপনী দণ্ড' প্রদানপূর্বক তাঁকে সঙ্ঘ হতে বহিষ্কার করেন। পরবর্তীকালে যশ স্থবির এ সমস্যা সমাধানে দ্বিতীয় সঙ্গীতি আহ্বান করেন। বৈশালীর বালুকারামে যশ স্থবিরের নেতৃত্বে এবং রাজা কালাশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় দ্বিতীয় সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়। এই সঙ্গীতি আট মাস স্থায়ী হয়েছিল। এতে সাত শত অর্হৎ ভিক্ষু অংশগ্রহণ করেন। এই সঙ্গীতিতে বজ্জিপুত্রীয় ভিক্ষুদের প্রবর্তিত দশবত্থুনী বিনয় সম্মত নয় বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং দশটি বিধান বাতিল ঘোষণা করা হয়। প্রথম সঙ্গীতিতে সংগৃহীত বুদ্ধবাণী প্রকৃত বুদ্ধবাণী হিসেবে অনুমোদিত হয় এবং তা পুনরায় আবৃত্তি করে ধর্ম-বিনয় হিসেবে সংগৃহীত হয়।

কুইজ-৩

কুইজ অ্যাসেসমেন্ট স্কর

D	C	B	A
০-২টি	৩-৪টি	৫-৬টি	৭-৮টি

প্রশ্ন-১. বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের কত বছর পর 'দশবত্থুনী'র প্রচলন হয়?

প্রশ্ন-২. কারা ভিক্ষুসঙ্ঘে বিনয়-বহির্ভূত দশটি বিধিবিধান প্রচলন করেন?

প্রশ্ন-৩. 'স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার' পালি পরিভাষা কী?

প্রশ্ন-৪. বজ্জিপুত্রীয় ভিক্ষুগণ কাকে উপঢৌকন দিয়ে বশে রাখার চেষ্টা করেন?

প্রশ্ন-৫. বজ্জিপুত্রীয় ভিক্ষুগণ যশ স্থবিরের আহ্বানকে কী করেন?

প্রশ্ন-৬. যশ স্থবির বজ্জিপুত্রীয় ভিক্ষুদের বিনয় বহির্ভূত কর্ম হতে নিবৃত্ত করতে কাদের অনুরোধ করেন?

প্রশ্ন-৭. দ্বিতীয় সঙ্গীতিতে কতজন অর্হৎ ভিক্ষু অংশগ্রহণ করেন?

প্রশ্ন-৮. দ্বিতীয় সঙ্গীতিতে 'দশবত্থুনী'কে কেন বাতিল ঘোষণা করা হয়?

কুইজের উত্তর মিলিয়ে নিতে পৃষ্ঠা ২১৪ দেখো।

তৃতীয় সঙ্গীতি

সম্রাট অশোকের রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষে ব্যাপক প্রচার-প্রসার লাভ করে। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের লাভ-সৎকার বেড়ে যায় এবং তাঁরা বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হন। ফলে অন্যান্য ধর্মের বহু তীর্থিক বা সন্ন্যাসীগণ লাভ-সৎকারের আশায় মস্তক মুণ্ডন এবং পাত্র-চীবর ধারণ করে ভিক্ষু বলে পরিচয় দিতে থাকেন। তাঁরা ধর্মকে অধর্ম, অধর্মকে ধর্ম বলে প্রচার করতে থাকেন। যেখানে-সেখানে এসব ছদ্মবেশী ভিক্ষুরা গিয়ে উৎপাত করতে থাকেন। তাঁদের সংখ্যা দিন দিন বাড়তে থাকে। তাঁদের বিনয় বহির্ভূত আচরণে বিনয়ী ভিক্ষুরা কোণঠাসা হয়ে পড়েন। ফলে সঙ্ঘে অরাজকতা দেখা দেয়। এছাড়াও সে সময় বৌদ্ধসঙ্ঘ প্রায় আঠারো নিকায়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তারা প্রত্যেকে নিজেদের বুদ্ধের মতবাদের প্রকৃত অনুসারী বলে দাবি করতে থাকেন। ফলে কোনটি বুদ্ধের প্রকৃত মতবাদ তা নির্ণয় করা কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। এসব অরাজক পরিস্থিতির হাত হতে বুদ্ধ শাসন রক্ষার জন্য তৃতীয় সঙ্গীতি আহ্বান করা হয়। মোগলীপুত্র তিষ্য স্থবির প্রকৃত বুদ্ধবাণী সংকলনের জন্য তৃতীয় সঙ্গীতি আহ্বান করেন।

তৃতীয় সঙ্গীতি মগধের রাজধানী পাটলীপুত্রের অশোকারামে অনুষ্ঠিত হয়। তৃতীয় সঙ্গীতির ফলাফল ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। এ সঙ্গীতির মাধ্যমে ছদ্মবেশী অবিনয়ী ভিক্ষুদের সঙ্ঘ হতে বহিষ্কার করা হয়।

তৃতীয় সঙ্গীতিতে প্রথম সঙ্গীতিতে আবৃত্তিকৃত বিনয়কে ঠিক রেখে ধর্মকে দুভাগে ভাগ করে সুত্র ও অভিধর্ম নামে আখ্যায়িত করা হয়। ফলে বুদ্ধবাণী মোট তিন ভাগে বিভক্ত হয়। যথা-বিনয়, সুত্ত ও অভিধম্ম। এ তিনটি সংকলনের পর নামকরণ করা হয় ত্রিপিটক।

কুইজ-৪

কুইজ অ্যাসেসমেন্ট স্কর

D	C	B	A
০-২টি	৩-৪টি	৫-৬টি	৭-৮টি

প্রশ্ন-১. কার পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক প্রসার ঘটে?

প্রশ্ন-২. সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে কারা বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হন?

প্রশ্ন-৩. কারা ধর্মকে অধর্ম এবং অধর্মকে ধর্ম বলে প্রচার করতে থাকেন?

প্রশ্ন-৪. ছদ্মবেশী ভিক্ষুদের বিনয় বহির্ভূত আচরণে বিনয়ী ভিক্ষুরা কী হয়ে পড়েন?

প্রশ্ন-৫. তৃতীয় সঙ্গীতির প্রাক্কালে বৌদ্ধসঙ্ঘ প্রায় কতটি নিকায়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে?

প্রশ্ন-৬. প্রকৃত বুদ্ধবাণী সংকলনের জন্য কে তৃতীয় সঙ্গীতি আহ্বান করেন?

প্রশ্ন-৭. তৃতীয় সঙ্গীতি কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?

প্রশ্ন-৮. কোন সঙ্গীতিতে বুদ্ধবাণীকে তিনভাগ করে 'ত্রিপিটক' আখ্যা দেওয়া হয়?

কুইজের উত্তর মিলিয়ে নিতে পৃষ্ঠা ২১৪ দেখো।

বুদ্ধবাণী গ্রন্থাকারে সংকলনে সঙ্গীতির ভূমিকা

বিভিন্ন সময়ে কণ্ঠস্থ বা স্মৃতিতে ধারণ করে মুখে মুখে প্রচারিত হওয়ার কারণে বুদ্ধবাণীর ক্ষেত্রে বিকৃতি বা অর্থান্তর হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। দ্বিতীয় সঙ্গীতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাই বুদ্ধবাণী সংকলন, বিশুদ্ধভাবে সংরক্ষণ এবং প্রচার করার জন্য বিভিন্ন সময়ে সঙ্গীতির আয়োজন করা হয়। প্রথম সঙ্গীতিতে বিভিন্ন ভিক্ষু কর্তৃক স্মৃতিতে ধারণকৃত বুদ্ধের উপদেশসমূহ প্রথম সংকলন করে একত্র করা হয়। দ্বিতীয় সঙ্গীতির মাধ্যমে প্রথম সঙ্গীতিতে সংকলিত বুদ্ধবাণী আবৃত্তি ও সংকলিত করে বিশুদ্ধতা রক্ষা করা হয়। এরপরে একশো বছরের মধ্যে সঙ্গে নানাবিধ বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা দেখা দিলে তৃতীয় সঙ্গীতির মাধ্যমে তা দূর করে সঙ্ঘকে কলুষমুক্ত করা হয় এবং পুনরায় বুদ্ধবাণী সংকলন করা হয়। এরপর অশোক-পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সঙ্ঘমিত্রা তা সিংহলে নিয়ে যান। এরপর সিংহলরাজ বট্টগামণীর পৃষ্ঠপোষকতায় চতুর্থ সঙ্গীতির আয়োজন করে ভূর্জপত্রে প্রথম বুদ্ধবাণী লিপিবদ্ধ করা হয়। পঞ্চম ও ষষ্ঠ সঙ্গীতির মাধ্যমে বিভিন্ন দেশে প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে শুদ্ধভাবে বুদ্ধবাণী গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হয়, যা আমরা বর্তমানে সহজে লাভ করতে পারি। অতএব বলা যায়, বুদ্ধবাণী গ্রন্থাকারে সংকলনের ক্ষেত্রে সঙ্গীতির ভূমিকা অপরিসীম।

কুইজ-৫

কুইজ অ্যাসেসমেন্ট চক

D	C	B	A
০-২টি	৩-৪টি	৫-৬টি	৭-৮টি

প্রশ্ন-১. কণ্ঠস্থ বা স্মৃতিতে ধারণ করে বুদ্ধবাণী প্রচারিত হওয়ায় কীসের আশঙ্কা দেখা দেয়?

প্রশ্ন-২. বুদ্ধবাণী সংকলন ও সংরক্ষণ করার জন্য কীসের আয়োজন করা হয়?

প্রশ্ন-৩. বুদ্ধের উপদেশসমূহ প্রথম সংকলন করা হয় কোন সঙ্গীতির মাধ্যমে?

প্রশ্ন-৪. দ্বিতীয় সঙ্গীতির মাধ্যমে কী রক্ষা করা হয়?

প্রশ্ন-৫. সঙ্ঘকে কলুষমুক্ত করে পুনরায় বুদ্ধবাণী সংকলন করা হয় কোন সঙ্গীতির মাধ্যমে?

প্রশ্ন-৬. কে সংকলিত বুদ্ধবাণী সিংহলে নিয়ে যান?

প্রশ্ন-৭. কার পৃষ্ঠপোষকতায় চতুর্থ সঙ্গীতির আয়োজন করা হয়?

প্রশ্ন-৮. কোন সঙ্গীতির মাধ্যমে শুদ্ধভাবে বুদ্ধবাণী গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়?

Tutor কুইজের উত্তর মিলিয়ে নিতে পৃষ্ঠা ২১৪ দেখো।

কুইজের উত্তরমালা

কুইজ-১	১। সঙ্গীতি; ২। ধর্মোপদেশ; ৩। সঙ্গীতি; ৪। মৌখিকভাবে; ৫। নয়টি; ৬। ছয়টি; ৭। অশোক; ৮। বট্টগামণী।
কুইজ-২	১। প্রথম সঙ্গীতি; ২। কুশীনগরে; ৩। ভিক্ষু শুভদ্র; ৪। তিনমাস; ৫। মহাকশ্যপ স্থবির; ৬। উপালি স্থবির; ৭। আনন্দ স্থবির; ৮। চার মাস।
কুইজ-৩	১। একশ বছর; ২। বজ্জিপুত্রীয় ভিক্ষুগণ; ৩। কহাপণ; ৪। যশ স্থবিরকে; ৫। প্রত্যাখ্যান; ৬। বিনয়ী ভিক্ষু ও ধার্মিক লোকদের; ৭। সাতশত; ৮। বিনয়সম্মত নয় বলে।
কুইজ-৪	১। সম্রাট অশোকের; ২। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা; ৩। অন্যধর্মের তীর্থিক বা সন্ন্যাসীগণ; ৪। কোণঠাসা; ৫। আঠারোটি; ৬। মোগ্গলীপুত্র তিষ্য স্থবির; ৭। মগধের রাজধানী পাটলীপুত্রে; ৮। তৃতীয়।
কুইজ-৫	১। বিকৃতি বা অর্থান্তর; ২। সঙ্গীতির; ৩। প্রথম; ৪। বুদ্ধবাণীর বিশুদ্ধতা; ৫। তৃতীয়; ৬। অশোকপুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সঙ্ঘমিত্রা; ৭। সিংহলরাজ বট্টগামণীর; ৮। পঞ্চম ও ষষ্ঠ।

টেক্সটবইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর

শূন্যস্থান ও বর্ণনামূলক প্রশ্ন

Tutor এখানে অনুশীলনের জন্যে রয়েছে পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর। এগুলোর অনুশীলন তোমাকে সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর করতে সহায়তা করবে।

▶ শূন্যস্থান পূরণ

১. সঙ্গীতি হলো ভিক্ষু-সঙ্ঘের সর্বোচ্চ —— সভা বা সম্মেলন।
২. ধর্ম বিনয়ে শ্রদ্ধাশীল ভিক্ষুগণ বুদ্ধবাণীসমূহ —— প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন।
৩. সঙ্গীতি আরম্ভের ঠিক আগে আনন্দ স্থবির —— প্রাপ্ত হন।
৪. প্রথম মহা সঙ্গীতি সম্পন্ন হতে —— মাস সময় লেগেছিল।
৫. তাঁরা ধর্মকে —— এবং অধর্মকে ধর্ম বলে প্রচার করতেন।

উত্তর: ১. নীতি নির্ধারণী; ২. সংকলনের; ৩. অর্হত্ব; ৪. চার; ৫. অধর্ম।

▶ বর্ণনামূলক প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-১. প্রথম সঙ্গীতির ফলাফল বর্ণনা করো।

উত্তর: বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে সঙ্গীতির গুরুত্ব অপরিসীম। সঙ্গীতি সম্পর্কে অবগত না হলে বৌদ্ধ ইতিহাসের ধারণা অপূর্ণ থেকে যায়। সঙ্গীতি মানে সভা বা সম্মেলন। বুদ্ধের বাণীসমূহ অবিকৃত ও বিশুদ্ধ রাখার নিমিত্তে সঙ্গীতি হয়েছিল বলে জানা যায়। তৃতীয় সংগীতির সংগৃহীত বুদ্ধবাণী চতুর্থ সঙ্গীতিকালে লিখিত হয়েছিল বলে জানা যায়। তবে প্রথম সঙ্গীতির গুরুত্ব বৌদ্ধ ইতিহাসে অপরিসীম। কেননা, প্রথম সঙ্গীতির পরবর্তী সম্মেলনসমূহ অনুষ্ঠানের পথ দেখিয়েছিল।

প্রথম সঙ্গীতির ফলাফল: আমরা জানি বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ সময়ে ভিক্ষু সুভদ্রের উক্তিতে ভিক্ষুসঙ্ঘ প্রথম সঙ্গীতির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের তিনমাস পরে অর্হৎ ভন্তে মহাকশ্যপের নেতৃত্বে রাজগৃহের সপ্তপর্ণী গুহায় প্রথম সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। রাজা অজাতশত্রু সঙ্গীতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। পাঁচশত অর্হৎ ভন্তের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত সম্মেলনের ফলাফল ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

মহাকশ্যপ ভন্তে প্রশ্নকর্তা ছিলেন এবং উপালি স্থবির ও আনন্দ স্থবির বিনয় সুত্ত পিটক বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। উপস্থিত ভিক্ষুসঙ্ঘ প্রদত্ত উত্তর অনুমোদন করেন। এভাবে পৃথক সঙ্গীতিতে বুদ্ধবাণীসমূহ সংগৃহীত হয়েছিল। এছাড়া প্রথম সঙ্গীতিতে 'ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র' শিক্ষাপদ নিয়েও সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। এভাবে প্রথমে বিনয় বিধান সভায় অনুমোদিত হয়। তৎপর আনন্দ স্থবিরের বর্ণনায় সুত্তপিটক বিষয়ক অংশ সভায় অনুমোদিত হয়। তবে লিখিতাকারে ব্যবস্থা ছিল না। শ্রুতিধর অর্হৎ ভিক্ষুসঙ্ঘগণ বুদ্ধবাণীসমূহ কণ্ঠস্থ করে রাখতেন।

এভাবে চার মাসব্যাপী অনুষ্ঠিত প্রথম সঙ্গীতিতে পাঁচশত অর্হৎ ভন্তের উপস্থিতিতে প্রথম সঙ্গীতি সমাপ্ত হয়েছিল। যার ফলাফল বৌদ্ধ ইতিহাসে অপরিসীম।

প্রশ্ন-২. "দশবত্থুনী" কাকে বলে এবং কী কী? উল্লেখ করো।

উত্তর: বুদ্ধের সময় ত্রিপিটক লিখিত হয় নি। তাই অবিনীত ভিক্ষুগণ বিনয় বহির্ভূত কার্যকলাপ করতেন। তাই প্রথম সঙ্গীতি বা সম্মেলন হয়েছিল। বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের ১০০ বছর পর বৈশালীর বজ্জিপুত্রীয় ভিক্ষুগণও বিনয় বহির্ভূত কতিপয় মনগড়া বিধান চালু করেন। ইতিহাসে যা 'দশ বত্থুনী' নামে আখ্যা দেয়া হচ্ছে। এক কথায় বজ্জিপুত্রীয় ভিক্ষুগণের বিনয় বা নীতিহীন ১০ প্রকার মতবাদকে 'দশ বত্থুনী' বলা হয়।

দশ বত্থুনী হলো:

১. ভিক্ষুগণ ইচ্ছে করলে সিং এর মধ্যে লবণ জমা রেখে প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারেন যা বিনয়হীন।
২. মধ্যাহ্নের পর সূর্য দুই আঙ্গুল ঢলে পড়লেও আহার করা যাবে।
৩. ভিক্ষুগণ একবার ভোজন করে পুনরায় অন্য গ্রামে গিয়ে ভোজন করতে পারবেন।
৪. এক সীমাভুক্ত ভিন্ন ভিন্ন আবাসের ভিক্ষুগণ পৃথকভাবে উপোসথ পালন করতে পারবেন।
৫. অনুপস্থিত ভিক্ষুর অনুমতি পরে নিয়ে বিনয়কর্ম করা যাবে।
৬. পরম্পরা আচার বা প্রথাকে ভিক্ষুগণ মান্য করবেন।
৭. ভিক্ষুগণ বিকালে দুধ ও দধির মধ্যবর্তী অবস্থার পানীয় ও ঘোল জাতীয় তরল পদার্থ পান করতে পারবেন।
৮. ভিক্ষুগণ ইচ্ছা করলে তাড়ি জাতীয় পানীয় পান করতে পারবেন।
৯. ভিক্ষুগণ ইচ্ছা করলে ঝালরযুক্ত কম্বল ব্যবহার করতে পারবেন।
১০. ভিক্ষুগণ ইচ্ছা করলে সোনা, রূপা বা মুদ্রা গ্রহণ করতে পারবেন।

এভাবে বৈশালীর বজ্জিপুত্রীয় ভিক্ষুগণ বিনয়হীন ১০টি বিধান চালু করতে চেয়েছিলেন।

প্রশ্ন-৩. তৃতীয় সঙ্গীতির পটভূমি ও ফলাফল ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: ছদ্মবেশী ভিক্ষুদের হাত থেকে বুদ্ধশাসন রক্ষার জন্য তৃতীয় সঙ্গীতি আহ্বান করা হয়।

সম্রাট অশোকের রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষে ব্যাপক প্রচার-প্রসার লাভ করে। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের লাভ-সৎকার বেড়ে যায় এবং তাঁরা বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হন। ফলে অন্যান্য ধর্মের বহু তীর্থিক বা সন্ন্যাসীগণ লাভ-সৎকারের আশায় মস্তক মুণ্ডন এবং পাত্র-চীবর ধারণ করে ভিক্ষু বলে পরিচয় দিতে থাকেন। তাঁরা অসদুপায় অবলম্বনপূর্বক বিহার ও মন্দির দখল করে বসবাস করতে থাকেন এবং ধর্মকে অধর্ম, অধর্মকে ধর্ম বলে প্রচার করতে থাকেন। যেখানে-সেখানে ছদ্মবেশী ভিক্ষুরা গিয়ে উৎপাত করতে থাকেন। তাঁদের সংখ্যা দিন দিন বাড়তে থাকে। তাঁদের বিনয় বহির্ভূত আচরণে বিনয়ী ভিক্ষুরা কোণঠাসা হয়ে পড়েন। ফলে সঙ্ঘে অরাজকতা দেখা দেয়। এছাড়াও সে সময় বৌদ্ধসঙ্ঘ প্রায় আঠারো নিকায়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তারা প্রত্যেকে নিজেদের বুদ্ধের মতবাদের প্রকৃত অনুসারী বলে দাবি করতে থাকেন। ফলে কোনটি বুদ্ধের প্রকৃত মতবাদ তা নির্ণয় করা কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। এছাড়া, এক নিকায়ের ভিক্ষু অন্য নিকায়ের ভিক্ষুর সঙ্গে বসবাস ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন, বিনয়ী ভিক্ষুগণ ছদ্মবেশী অবিনয়ী ভিক্ষুদের সঙ্গে উপোসথ, প্রবারণা প্রভৃতি বিনয়কর্ম সম্পাদন করতে অস্বীকৃতি জানান। এসব অরাজক পরিস্থিতিই তৃতীয় সঙ্গীতি আহ্বানের অন্যতম কারণ। মোগ্গলীপুত্র তিষ্য স্থবির প্রকৃত বুদ্ধবাণী সংকলনের জন্য তৃতীয় সঙ্গীতি আহ্বান করেন।

সম্রাট অশোক যে সভা আহ্বান করেন বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে তা তৃতীয় সঙ্গীতি নামে পরিচিত। তৃতীয় সঙ্গীতি মগধের রাজধানী পাটলীপুত্রের অশোকারামে অনুষ্ঠিত হয়। তৃতীয় সঙ্গীতির ফলাফল ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। এ সঙ্গীতের মাধ্যমে ছদ্মবেশী অবিনয়ী ভিক্ষুদের সঙ্ঘ হতে বহিষ্কার করা হয়। তৃতীয় সঙ্গীতিতে প্রথম সঙ্গীতিতে আবৃত্তিকৃত বিনয়কে ঠিক রেখে ধর্মকে দুভাগে ভাগ করে সূত্র ও অভিধর্ম নামে আখ্যায়িত করা হয়। ফলে বুদ্ধবাণী মোট তিন ভাগে বিভক্ত হয়। যথা-বিনয়, সুত্ত ও অভিধম্ম। এ তিনটি সংকলনের পর নামকরণ করা হয় ত্রিপিটক। সম্রাট অশোক বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসারে ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তাছাড়া তৃতীয় সঙ্গীতি সমাপ্ত হলে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য বিভিন্ন দেশে ধর্মদূত প্রেরণ করেন।

অ্যাপ্লিকেশন অংশ: সৃজনশীল বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১৫০টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ■ ১০০টি সাধারণ ■ ২৩টি বহুপদী সমাপ্তিসূচক ■ ২৭টি অভিন্ন তথ্যভিত্তিক

টেক্সটবইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর — নতুন পাঠ্যবইয়ের আলোকে

পাঠ্যবইয়ের এ প্রশ্নগুলো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও শিখনফলের আলোকে তৈরি। এগুলো থেকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে যেসব প্রশ্ন হতে পারে সেগুলো কমন পাওয়ার জন্য দেওয়া হয়েছে প্রশ্ন ও উত্তর সম্পর্কিত আরও তথ্য, যা অনুশীলন করলে সংশ্লিষ্ট যেকোনো প্রশ্নের উত্তর করতে পারবে তুমি।

১. কে বুদ্ধের সর্বশেষ শিষ্য ছিলেন? ◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১০০

ক ধর্মরক্ষিত　খ মহাদেব
গ সুভদ্র　ঘ আনন্দ

উত্তর: গ

প্রশ্ন ও উত্তর সম্পর্কিত আরও তথ্য

- সুভদ্র ছিলেন বুদ্ধের– শেষ শিষ্য।
- সুভদ্র প্রব্রজিত হয়েছিলেন– বৃদ্ধ বয়সে।
- অবিনীত বৌদ্ধভিক্ষু ছিলেন– সুভদ্র।
- সুভদ্রের উক্তিতে বুদ্ধশাসনের ক্ষতির আশঙ্কায় আহবান করা হয়– ১ম সঙ্গীতি।
- সুভদ্রের উক্তির পরিণতি নিয়ে সর্বপ্রথম চিন্তা করেন– মহাকশ্যপ স্থবির।
- অপরান্তক রাজ্যে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন– ধর্মরক্ষিত থের।
- মহিষমণ্ডল রাজ্যে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন– মহাদেব থের।
- প্রথম সঙ্গীতিতে সুত্ত পিটক আবৃত্তি করেন– আনন্দ স্থবির।

২. দ্বিতীয় সঙ্গীতি আহ্বানের প্রধান কারণ কোনটি? ◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১০২

ক যশ স্থবিরকে সঙ্ঘ থেকে বহিষ্কার করা
খ দুর্বিনীত ভিক্ষুদেরকে স্বীকৃতি দেয়া
গ সভা আয়োজনের ব্যবস্থা করা
ঘ দসবত্থুনীকে বিনয়-বহির্ভূত ঘোষণা করা।

উত্তর: খ

প্রশ্ন ও উত্তর সম্পর্কিত আরও তথ্য

- দ্বিতীয় সঙ্গীতি আহ্বান করা হয়েছিলেন– বৈশালীর বালুকারামে।
- দ্বিতীয় সঙ্গীতির পর ভিক্ষুসঙ্ঘ ভাগ হয়ে গিয়েছিল– দুটি ভাগে।
- দ্বিতীয় সঙ্গীতিতে সাতশত অর্হৎ ভিক্ষুর উপস্থিতি থাকায় একে বলা হয়– সপ্তশতিকা মহাসঙ্গীতি।
- যশ স্থবিরকে সঙ্ঘ থেকে বহিষ্কার করে– দুর্বিনীত ভিক্ষুরা।
- যশ স্থবিরকে উপঢৌকন পাঠানো হয়– দুর্বিনীত ভিক্ষুদেরকে স্বীকৃতি দিতে।
- সভা আয়োজন করা হয় ভিক্ষুসঙ্ঘের– বিবাদ মীমাংসা করতে।
- দসবত্থুনীকে বিনয়-বহির্ভূত ঘোষণা করা হয়– দ্বিতীয় সঙ্গীতিতে।

নিচের ছবিটি লক্ষ কর এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

ছবি মডেল: (বাম থেকে) রাজা অজাতশত্রু, সম্রাট কালাশোক, সম্রাট অশোক, সম্রাট কণিষ্ক

৩. বুদ্ধবাণী সংকলন ও সংরক্ষণে মডেলে উল্লিখিত শাসকগণ কী অবদান রাখেন? ◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৯৯।

ক) সঙ্গীতি আহ্বানের
খ) সূত্র ও নীতিগাথা প্রচারে
গ) জাতকের উপদেশ প্রচারে
ঘ) অট্ঠকথার প্রসারে

উত্তর: ক

প্রশ্ন ও উত্তর সম্পর্কিত আরও তথ্য

- ভিক্ষুসঙ্ঘের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী সভা হলো– সঙ্গীতি।
- প্রথম তিনটি সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়– ভারতবর্ষে।
- প্রথম সঙ্গীতির পৃষ্ঠপোষক হলেন– রাজা অজাতশত্রু।
- রাজা কালাশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় বৈশালীর বালুকারামে অনুষ্ঠিত হয়– দ্বিতীয় মহাসঙ্গীতি।
- সম্রাট অশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় অনুষ্ঠিত হয়– তৃতীয় সঙ্গীতি।
- মহাযান মতে, তৃতীয় সঙ্গীতির আয়োজন করেন– সম্রাট কণিষ্ক।
- সম্রাট অশোকের সহায়তায় ভারতবর্ষে প্রসার পায়– বৌদ্ধধর্ম।
- সূত্র ও নীতিগাথা গুলো নিয়ে সংকলিত হয়েছে– সুত্ত পিটক।
- বিহার বা চৈত্যের দেয়ালে অঙ্কিত হতো– জাতকের কাহিনি ও উপদেশ।
- অট্ঠকথা তালপত্রে লিখে সংরক্ষণের উদ্যোগ নেন– রাজা বট্টগামিণী।

৪. উক্ত ব্যক্তিবর্গের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে প্রধানত কোন উদ্দেশ্য নিহিত ছিল? ◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১০৬।

ক) কর্মযজ্ঞ নিয়ন্ত্রণ করা
খ) সম্পদ বৃদ্ধি করা
গ) রাজ্যের সম্প্রসারণ করা
ঘ) ধর্মপ্রচার করা

উত্তর: ঘ

প্রশ্ন ও উত্তর সম্পর্কিত আরও তথ্য

- সঙ্গীতিসমূহের প্রধান উদ্দেশ্য– বুদ্ধবাণী সংরক্ষণ করা।
- মহেন্দ্র থের ও সঙ্ঘমিত্রা বুদ্ধশাসন প্রতিষ্ঠা করেন– শ্রীলঙ্কায়।
- বিনয় বিরুদ্ধ কর্মযজ্ঞ নিয়ন্ত্রণ করা সঙ্গীতিসমূহের– অন্যতম উদ্দেশ্য।
- ভিক্ষুদের ব্যক্তিগত সম্পদ বৃদ্ধি করা– বিনয় বিরুদ্ধ কার্যক্রম।
- রাজ্যের সম্প্রসারণ করার পরিবর্তে ধর্মপ্রচারে গুরুত্ব দেন– বৌদ্ধ সম্রাটরা।
- সঙ্গীতি আয়োজনের বিশেষ উদ্দেশ্য হলো– ধর্মপ্রচার করা।

সকল বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর পাঠ্যবই ও বোর্ডের সূত্র উল্লেখসহ

Tutor এখানে বিগত সালের শিখনফল বিশ্লেষণের আলোকে এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর দেওয়া হয়েছে, যাতে তুমি প্রশ্নের গুরুত্ব বুঝে অনুশীলন করতে পারো। প্রতিটি প্রশ্নের সাথে সূত্র হিসেবে রয়েছে পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা নম্বর, যা দেখে তুমি পাঠ্যবই দাগিয়ে নিয়ে লাইনটি আয়ত্ত করতে পারবে।

৫. দ্বিতীয় সংগীতি কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল? ◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৯৯। [সকল বোর্ড ২০১৭]

ক) আদু বিহারে
খ) সপ্তপর্ণী গুহায়
গ) অশোকারামে
ঘ) বালুকারামে

উত্তর: ঘ

৬. প্রথম সংগীতি কোথায় অনুষ্ঠিত হয়? ◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৯৯। [সকল বোর্ড ২০১৬, ১১]

ক) বৈশালীতে
খ) রাজগৃহে
গ) মগধে
ঘ) নালন্দায়

উত্তর: খ

৭. বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর বিনয়ী ভিক্ষুরা শঙ্কিত হয়েছিলেন কেন? ◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১০০। [সকল বোর্ড ২০২০]

ক) জগত বুদ্ধ শূন্য হবে ভেবে
খ) বিনয়-বহির্ভূত দশটি নিয়ম প্রচলন করায়
গ) ছদ্মবেশী অবিনয়ী ভিক্ষুদের প্রভাব
ঘ) অবিনীত ভিক্ষুদের কথাবার্তা শুনে

উত্তর: ঘ

৮. বুদ্ধের শেষ শিষ্য সুভদ্র ভিক্ষুদের শোক করতে নিষেধ করেছিলেন কেন? ◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১০০। [সকল বোর্ড ২০১৫]

ক) নেতৃত্বলাভের জন্য
খ) ভিক্ষুদের মানসিকতার পরিবর্তনের জন্য
গ) যা ইচ্ছে তা করতে পারবেন বলে
ঘ) ভিক্ষুগণকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য

উত্তর: গ

৯. ত্রিপিটককে লিখিত রূপ দেয়া হয়েছিল কেন? ◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৯৯, ১০১। [সকল বোর্ড ১৬]

ক) মুখস্থ করার সুবিধার্থে
খ) সহজে বহন করার জন্য
গ) ত্রিপিটক দান করার জন্য
ঘ) বুদ্ধবাণী বিকৃতি ও বিলুপ্তি হতে রক্ষা পেতে

উত্তর: ঘ

১০. প্রথম সঙ্গীতিতে কতজন সঙ্গীতিকারক অংশগ্রহণ করেন? ◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১০১। [সকল বোর্ড ২০২০]

ক) পাঁচশত
খ) সাতশত
গ) নয়শত
ঘ) এক হাজার

উত্তর: ক

১১. প্রথম সংগীতির পৃষ্ঠপোষকতা করেন কে? ◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১০১। [সকল বোর্ড ২০১৬]

ক) রাজা অজাতশত্রু
খ) রাজা বিম্বিসার
গ) রাজা প্রসেনজিত
ঘ) সম্রাট অশোক

উত্তর: ক

১২. প্রথম সংগীতিতে আনন্দ স্থবিরকে কেন সদস্য নির্বাচন করা হয়নি? ◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১০১। [সকল বোর্ড ২০১৬]

ক) সংগীতি স্থলে উপস্থিত না থাকায়
খ) অর্হৎ না হওয়ায়
গ) বুদ্ধগুণ সম্পর্কে ধারণা না থাকায়
ঘ) ভিক্ষুদের মধ্যে বিরোধ থাকায়

উত্তর: খ

১৩. পাটলীপুত্র নগরে দীর্ঘদিন ধর্মানুষ্ঠান বন্ধ ছিল কেন? ◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১০২। [সকল বোর্ড ২০১৬]

ক) রাজার আদেশে
খ) ছদ্মবেশী অবিনয়ী ভিক্ষুদের কারণে
গ) আর্থিক সংকটের কারণে
ঘ) প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে

উত্তর: খ

১৪. দ্বিতীয় সংগীতি আহ্বানের কারণ কী? ◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১০২। [সকল বোর্ড ২০১৬]

ক) বিভিন্ন স্থানে সংঘারাম প্রতিষ্ঠার জন্য
খ) বুদ্ধের গুণরাশি স্মরণ করার জন্য
গ) ভিক্ষুসঙ্ঘের আর্থিক সুবিধার জন্য
ঘ) বজ্জিপুত্রীয় ভিক্ষুদের বিনয় বহির্ভূত আচরণ বন্ধ করার জন্য

উত্তর: ঘ

১৫. দ্বিতীয় সঙ্গীতি কতদিন ব্যাপী স্থায়ী হয়েছিল? ◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১০৪। [সকল বোর্ড ২০১৬]

ক) চার মাস
খ) আট মাস
গ) নয় মাস
ঘ) দশ মাস

উত্তর: খ

১৬. তৃতীয় সঙ্গীতি আহ্বানের অন্যতম উদ্দেশ্য— ◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১০৫। [সকল বোর্ড ১৬]

ক) ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন
খ) সূত্র ও নীতিগাথা সংরক্ষণ ও প্রচার
গ) ছদ্মবেশী অবিনয়ী ভিক্ষুর উৎপাত বন্ধ করা
ঘ) দসবত্থুনীকে বিনয় বহির্ভূত ঘোষণা করা

উত্তর: গ

১৭. সম্রাট অশোক 'ধর্মমহামাত্র' নিযুক্ত করেছিলেন কেন? ◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১০৬। [সকল বোর্ড ২০১৬; সকল বোর্ড ২০১৫]

ক) নগরে সর্বত্র রাজনীতি বিস্তারের জন্য
খ) নগরে সর্বত্র ধর্মনীতি প্রচারের জন্য
গ) নগরে সর্বত্র কর আদায়ের জন্য
ঘ) নগরে সর্বত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য

উত্তর: খ

১৮. সঙ্ঘের মধ্যে বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন বিষয়ে ব্যাখ্যা ও নির্দেশনার প্রয়োজন— *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৯৮ । [সিলেট বোর্ড ২০১৭]*
i. কেউ বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের নিন্দা করলে
ii. কেউ সঙ্ঘের বিধি-বিধান ভঙ্গ করলে
iii. কেউ সুন্দর আচরণ করলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓑ ii ও iii
ⓖ i ও iii ⓓ i, ii ও iii **ক**

১৯. চতুর্থ সংগীতি আহবানের কারণ— *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৯৯ । [সিলেট বোর্ড ২০১৬]*
i. ত্রিপিটক লিপিবদ্ধ করে চিরস্থায়ী রূপদানের জন্য
ii. সমগ্র ত্রিপিটক তালপত্রে লিপিবদ্ধ করার জন্য
iii. রাষ্ট্রীয় প্রশংসা লাভের জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓑ i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓓ i, ii ও iii **ক**

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২০ ও ২১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
শ্রীমৎ সুমঙ্গল স্থবিরের সাথে কয়েকজন ভিক্ষুর বিনয় সম্পর্কিত বিষয়ে তর্ক হলে তা কয়েকজন পণ্ডিত ভিক্ষুর দৃষ্টিগোচর হয়। পণ্ডিত ভিক্ষুগণ তর্কের বিষয় অবগত হয়ে তা বিনয়ের নিয়মানুসারে মীমাংসা করেন। *[সিলেট বোর্ড ২০১৬]*

২০. অনুচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনার সাথে কীসের উৎপত্তির মিল রয়েছে? *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৯৭ ।*
ⓚ সংঘাত ⓑ বিবাদ
ⓖ সংগীতির ⓓ জ্ঞানের **গ**

২১. এরূপ মতপার্থক্য মীমাংসার ফলে— *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৯৮ ।*
i. বুদ্ধের শাসন সুরক্ষিত হবে
ii. ভিক্ষু সংঘ বিনয় চ্যুত হবেন না
iii. বুদ্ধবাণী অবিকৃত থাকবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ⓑ i ও ii
ⓖ ii ও iii ⓓ i, ii ও iii **ঘ**

নিচের উদ্দীপকের আলোকে ২২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
বুদ্ধের মহাপ্রয়াণের নব্বই দিন পর এক সভা আয়োজনের মাধ্যমে বুদ্ধবাণী সংগৃহিত করা হয়। *[সিলেট বোর্ড ১৬]*

২২. উদ্দীপকের বিষয়টি কোন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য? *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৯৯ ।*
ⓚ দানের ⓑ কর্মবাদের
ⓖ সঙ্গীতির ⓓ জাতকের **গ**

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ২৩ ও ২৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
বৌদ্ধ ভিক্ষুসঙ্ঘ ও পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ মিলে এলাকায় একটি "সার্বজনীন বৌদ্ধ সংগঠন" প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত সংগঠনে ভগবান তথাগতের প্রকৃত ধর্ম দর্শন সম্পর্কে মতভেদ সৃষ্টি হলে, অন্যান্য জ্ঞানী ভিক্ষুসঙ্ঘ ও দায়কদের নিয়ে পরিষদের সদস্যরা বৈঠকের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করেন। *[সিলেট বোর্ড ২০১৬]*

২৩. উক্ত ঘটনার সাথে বৌদ্ধ ধর্ম রক্ষায় কিসের সাদৃশ্য রয়েছে? *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৯৯ ।*
ⓚ বিশ্বাসের ⓑ সংগীতির
ⓖ ধর্মের ⓓ পরিচালনা পরিষদের **খ**

২৪. উক্ত মতভেদ দূরীকরণের ফলে সংগঠনটি লাভ করবে— *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৯৮ ।*
i. রাষ্ট্রীয় মর্যাদা
ii. সম্মিলিত উন্নয়ন
iii. সুনাম ও স্থায়িত্ব
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ⓑ ii
ⓖ i ও ii ⓓ ii ও iii **ঘ**

নিচের ছকটি দেখ এবং ২৫ ও ২৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

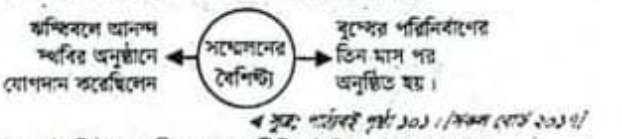

কাশ্যপ স্থবির অনুষ্ঠানে যোগদান করেছিলেন ← সম্মেলনের বৈশিষ্ট্য → বুদ্ধের পরিনির্বাণের তিন মাস পর অনুষ্ঠিত হয়।

◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১০১ । [সিলেট বোর্ড ২০১৭]

২৫. ছকের বৈশিষ্ট্যানুযায়ী কোন সংগীতির ইঙ্গিত পাওয়া যায়?
ⓚ ১ম ⓑ ২য়
ⓖ ৩য় ⓓ ৪র্থ **ক**

২৬. উক্ত সংগীতিতে সংগৃহীত হয়েছিল— *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১০২ ।*
i. বুদ্ধবাণী সংকলন
ii. ধর্ম বিনয়
iii. ত্রিপিটক
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓑ ii ও iii
ⓖ i ও iii ⓓ i, ii ও iii **ক**

নিচের ছকটি পড় এবং ২৭ ও ২৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

অনুষ্ঠান স্থান	কার্যকাল	আলোচ্য বিষয়
বালুকারাম	২৪০ দিন	ভিক্ষুদের বিনয়

[সিলেট বোর্ড ২০১৬]

২৭. তালিকায় তথ্যসমূহ কোন সংগীতিকে নির্দেশ করে? *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১০৫ ।*
ⓚ ১ম ⓑ ২য়
ⓖ ৩য় ⓓ ৪র্থ **খ**

২৮. উক্ত সংগীতিতে সিদ্ধান্ত হয়েছিল— *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১০৬ ।*
i. দশবস্তুনী বিনয় বহির্ভূত
ii. অবিনয়ী ভিক্ষুদের সঙ্ঘ হতে বহিষ্কার
iii. পূর্বের সংগৃহীত বুদ্ধবাণী অনুমোদন
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓑ ii ও iii
ⓖ i ও iii ⓓ i, ii ও iii **ঘ**

শীর্ষস্থানীয় স্কুলের টেস্ট পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর — মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক সংকলিত

এখানে বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতায় শীর্ষস্থানীয় স্কুলের টেস্ট পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর দেওয়া হয়েছে। মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক সংকলিত এ প্রশ্নগুলোতে পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা ও স্কুলের সূত্র উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলোর অনুশীলন তোমাকে পরীক্ষার উপযোগী প্রশ্ন সম্পর্কে ধারণা দেবে।

২৯. সঙ্গীতি শব্দের অর্থ কী? ☐ *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৯৭ । [রাঙামাটি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]*
ⓚ পাখির কূজন ⓑ বুদ্ধের পটভূমি
ⓖ শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি ⓓ ভিক্ষুসঙ্ঘ **ঘ**

অভিধানে 'সঙ্গীতি' শব্দের বিভিন্ন রকম অর্থ পাওয়া গেলেও বৌদ্ধ সাহিত্যে সঙ্গীতি শব্দটি সভা বা সম্মেলন বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। সংক্ষেপে বলা যায়, সঙ্গীতি হলো ভিক্ষু সংঘের সর্বোচ্চ নীতি-নির্ধারণী সভা বা সম্মেলন।

উপরের চিহ্নটি দিয়ে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নটির উত্তরের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। কঠিন প্রশ্নগুলো ভালোভাবে বুঝে নিতে এ ব্যাখ্যা তোমাকে সাহায্য করবে।

৩০. বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর সঙ্গীতির মাধ্যমে বুদ্ধবাণী একত্রীকরণ করা হয়। এর যথার্থ কারণ হলো— *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৯৭ । [চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এ. বি. হাইস্কুল, চট্টগ্রাম]*
ⓚ বুদ্ধশাসন প্রতিষ্ঠা ⓑ বুদ্ধবাণী সংরক্ষণ
ⓖ বিনয়ী ভিক্ষু নির্ধারণ ⓓ অবিনয়ী ভিক্ষু অপসারণ **খ**

৩১. ভিক্ষুসঙ্ঘের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী সভাকে কী বলে? ☐ *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৯৭ । [রাঙামাটি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]*
ⓚ সঙ্গীতি ⓑ আইন
ⓖ বুদ্ধসঙ্ঘ ⓓ বৌদ্ধধর্ম **ক**

৩২. বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর কে সকল সমস্যা সমাধান করতেন? *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৯৭ । [রামগড় সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, রামগড়]*
ⓚ সম্রাট অশোক ⓑ পণ্ডিত ভিক্ষুসঙ্ঘ
ⓖ বজ্জিপুত্রীয় ভিক্ষুগণ ⓓ সন্ন্যাসীরা **খ**

৩৩. প্রথম সঙ্গীতির সময় ভিক্ষুরা কীভাবে বুদ্ধবাণী প্রচার করতেন? ☐ *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৯৮ । [চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এ. বি. হাইস্কুল, চট্টগ্রাম]*
ⓚ মৌখিকভাবে ⓑ লিখিতভাবে
ⓖ প্রচারের মাধ্যমে ⓓ সভা করে **ক**

৩৪. সর্বমোট কয়টি সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল? *◄ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৯৯ । [রামগড় সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, রামগড়]*
ⓚ ৩টি ⓑ ৪টি
ⓖ ৫টি ⓓ ৬টি **গ**

☐ চিহ্নিত প্রশ্নগুলো একাধিক স্কুলের নির্বাচনি পরীক্ষায় আসা প্রশ্ন।

৩৫. বুদ্ধের ধর্মোপদেশসমূহ শিষ্যগণ কীভাবে প্রচার করেন?
◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৯৮ । [বি এন স্কুল ও কলেজ, চট্টগ্রাম]
ক) লিখিতভাবে খ) কণ্ঠস্থ করে
গ) টেপ রেকর্ডে ঘ) ত্রিপিটকের মাধ্যমে — খ

৩৬. দশটি বিধি বিধানকে কী বলা হয়? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৯৯ ।
ক) দশ বত্থুনী খ) বুদ্ধবাণী জ্ঞান
গ) দশারথ ঘ) সঙ্গীতি — ক

৩৭. রাজা বট্টগামনী কোথায় রাজত্ব করতেন? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৯৯ ।
ক) রাজগৃহে খ) সিংহলে
গ) নালন্দায় ঘ) লুম্বিনী শহরে — খ

৩৮. কার পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষে ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে?
◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৯৯ ।
ক) সম্রাট মহেন্দ্রের খ) সঙ্ঘমিত্রার
গ) সম্রাট অশোকের ঘ) সম্রাট কণিষ্কের — গ

৩৯. চতুর্থ সঙ্গীতি কীসে লিপিবদ্ধ করা হয়? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১০০ ।
ক) তালপত্রে খ) কাগজে
গ) মার্বেল পাথরে ঘ) টেপ রেকর্ডে — ক

৪০. দ্বিতীয় সঙ্গীতি কত মাস চলেছিল? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১০০ ।
ক) পাঁচ খ) ছয়
গ) আট ঘ) নয় — গ

৪১. পঞ্চম সঙ্গীতি কীসে খোদিত হয়? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১০০ । [বি এন স্কুল ও কলেজ, চট্টগ্রাম]
ক) মার্বেল পাথরে খ) মাটিতে
গ) তালপত্রে ঘ) প্যাগোডায় — ক

১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দে মিয়ানমারের রাজা মিন্ডনমিনের রাজত্বকালে মান্দালয়ের 'কাবা আয়ে বিশ্ব শান্তি প্যাগোডায়' ত্রিপিটক তথা বুদ্ধবাণী মার্বেল পাথরে খোদাই করে সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে পঞ্চম সঙ্গীতি আহ্বান করা হয়। উক্ত সঙ্গীতিতে মান্দালয় পর্বতে ৭২৯ খানা মার্বেল পাথরে ত্রিপিটক খোদিত করা হয়।

৪২. বিনয় কীসের আয়ুস্বরূপ? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১০১ । [বি এন স্কুল ও কলেজ, চট্টগ্রাম]
ক) বৌদ্ধধর্মের খ) বুদ্ধের
গ) বৌদ্ধ সঙ্ঘের ঘ) বুদ্ধ শাসনের — ঘ

৪৩. প্রথম সঙ্গীতি শেষ হতে কত সময় লেগেছিল?
◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১০২ ।
ক) ১ মাস খ) ৪ মাস
গ) ৫ মাস ঘ) ৭ মাস — ঘ

৪৪. বজ্জিপুত্রীয় ভিক্ষু কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে যশ স্থবির কোথায় অবস্থান নেন? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১০৩ ।
ক) বালুকারামে খ) কোশাম্বীতে
গ) অশোকারামে ঘ) সপ্তপর্ণী গুহায় — খ

৪৫. দ্বিতীয় সঙ্গীতিতে কতজন ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন? (জ্ঞান)
◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১০৪ ।
ক) চারশত খ) পাঁচশত
গ) ছয়শত ঘ) সাতশত — ঘ

৪৬. 'ক' নামক ধর্মগ্রন্থ বিভিন্ন লোকের দ্বারা খোদিত ও লিখিত হওয়ায় তা ভুলভাবে উপস্থাপিত হতে থাকে। নিচের কোনটির সাথে এর সাদৃশ্য রয়েছে? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১০৩ ।
ক) গীতার খ) কুরআনের
গ) বাইবেলের ঘ) ত্রিপিটকের — ঘ

পঞ্চম সঙ্গীতিতে ত্রিপিটক বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন লোকের দ্বারা লিখিত ও খোদিত হয়। এতে লেখক ও খোদাইকারীর প্রমাদবশত বুদ্ধবাণী ভুলভাবে উপস্থাপিত হতে থাকে। বুদ্ধবাণী যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করণ, বুদ্ধশাসনের উন্নতি এবং দেশবিদেশে প্রচারের উদ্দেশ্যে ১৯৫৪-১৯৫৬ সালে মিয়ানমারে ষষ্ঠ সঙ্গীতি আহ্বান করা হয়।

৪৭. দ্বিতীয় সঙ্গীতি আহ্বান করা হয়— ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১০২ ।
i. দশ বত্থুনী বিনয় সম্মত কিনা সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য
ii. দশ বত্থুনী প্রচলনের জন্য
iii. যশ স্থবিরকে বহিষ্কার করার জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii — ক

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪৮ ও ৪৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
কক্সবাজারের রামু বৌদ্ধবিহারের প্রধান ভিক্ষু মারা যাওয়ার পর বৌদ্ধ অনুসারীরা তার আদর্শ নিয়ে মতবিরোধে জড়িয়ে পড়ে। এ অরাজকতা দূরীকরণে বিনয় ভিক্ষুগণ সভা-সম্মেলন আহ্বান করে বুদ্ধের সঠিক আদর্শ অনুসরণ করার জন্য সবার প্রতি অনুরোধ করেন।

৪৮. উদ্দীপকের ঘটনায় কোনটির উদ্দেশ্যের প্রতিফলন ঘটেছে?
◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৯৮ ।
ক) দানের খ) সঙ্গীতির
গ) শীলের ঘ) নির্বাণের — খ

৪৯. এ ধরনের ঘটনার ফলেই— ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৯৯ ।
i. বুদ্ধবাণী সংরক্ষিত হয়েছিল
ii. মানুষের তৃষ্ণার ক্ষয় হয়েছিল
iii. বৌদ্ধধর্ম প্রসার লাভ করেছিল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii — খ

মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত প্রশ্ন ও উত্তর — বিষয়বস্তুর ধারাক্রম অনুসারে

পাঠ্যবইটি পড়ো অথবা Audio Book থেকে টপিকটি শোনো। গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মনে রাখতে TOP 10 TIPS দেখো। এরপর হাত দিয়ে উত্তর ঢেকে প্রশ্নগুলো অনুশীলন করো। মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত এ প্রশ্নগুলো অনুশীলন করলে অধ্যায়টির সকল টপিকের ওপর বহুনির্বাচনি প্রশ্নের প্রস্তুতি সম্পন্ন হবে তোমার।

★★ পাঠ-১: সঙ্গীতির ধারণা | পাঠ্যবই পৃষ্ঠা-৯৭

TOP 10 TIPS

১. বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস জানার জন্য প্রয়োজন— সঙ্গীতির জ্ঞান।
২. সঙ্গীতি শব্দের অর্থ— পাখির কূজন।
৩. সঙ্গীতি শব্দের অর্থ— গান।
৪. বৌদ্ধ সাহিত্যে 'সঙ্গীতি' শব্দের অর্থ— সভা/সম্মেলন।
৫. বৌদ্ধ সঙ্গীতির উদ্দেশ্য— বুদ্ধবাণী সংরক্ষণ করা।
৬. বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের তিন মাস পর অনুষ্ঠিত হয়— প্রথম সঙ্গীতি।
৭. প্রথম তিনটি সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়— ভারতবর্ষে।
৮. মৌখিকভাবে প্রচার করা হয়— প্রথম সঙ্গীতি।
৯. সর্বমোট সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল— ছয়টি।
১০. সম্রাট অশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় অনুষ্ঠিত হয়— তৃতীয় সঙ্গীতি।

▶ সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

৫০. কোনটির জ্ঞান ছাড়া বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস জানা সম্ভব নয়? (জ্ঞান)
ক) শীল খ) দান
গ) সঙ্গীতি ঘ) পারমী — গ

৫১. 'সঙ্গীতি' শব্দের আভিধানিক অর্থ কী? (জ্ঞান)
ক) জ্ঞান খ) সংগীত গ) দান ঘ) সাধনা — খ

৫২. বৌদ্ধ সাহিত্যে 'সঙ্গীতি' শব্দটি কোন অর্থ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়? (জ্ঞান)
ক) সংগীতচর্চা খ) সভা ও সম্মেলন
গ) ধ্যান সাধনা ঘ) জ্ঞানচর্চা — খ

সঙ্গীতি হলো ভিক্ষুসংঘের সর্বোচ্চ নীতি-নির্ধারণী সভা বা সম্মেলন। এসব সভায় শত শত প্রবীণ জ্ঞানী এবং অর্হৎ ভিক্ষু উপস্থিত থাকতেন। আলোচ্য বিষয়ের গুরুত্ব অনুসারে এসব সম্মেলন কয়েকমাস ব্যাপী চলতো।

৫৩. বৌদ্ধ সঙ্গীতির উদ্দেশ্য কী? (অনুধাবন)
ক বুদ্ধের বাণী সংরক্ষণ করা খ বিনয়ী ভিক্ষুদের উন্নতি করা
গ সমাজ সংরক্ষণ করা ঘ ধর্ম প্রচার করা ক

৫৪. গৌতম বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের কতদিন পর প্রথম সঙ্গীতির আহ্বান করা হয়? (জ্ঞান)
ক তিন মাস খ ছয় মাস
গ নয় মাস ঘ দশ মাস ক

৫৫. সর্বমোট কয়টি সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল? (জ্ঞান)
ক তিনটি খ চারটি
গ পাঁচটি ঘ ছয়টি ঘ

৫৬. প্রথম সঙ্গীতিতে সংকলিত বুদ্ধবাণী ভিক্ষুগণ কীভাবে প্রচার করেছেন? (অনুধাবন)
ক লিখিতভাবে খ মৌখিকভাবে
গ ইশারা-ইঙ্গিতে ঘ গ্রন্থাগারে সংরক্ষণ করে খ

৫৭. প্রথম তিনটি সঙ্গীতি কোথায় অনুষ্ঠিত হয়? (জ্ঞান)
ক সিংহলে খ ভারতে
গ নালন্দায় ঘ থাইল্যান্ডে খ

৫৮. পঞ্চম ও ষষ্ঠ সঙ্গীতি কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল? (জ্ঞান)
ক শ্রীলঙ্কায় খ ভারতে
গ থাইল্যান্ডে ঘ মিয়ানমারে ঘ

৫৯. দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বৌদ্ধগণ কয়টি সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা বিশ্বাস করে? (জ্ঞান)
ক তিনটি খ পাঁচটি
গ ছয়টি ঘ নয়টি গ

৬০. ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম প্রসার লাভ করে কীভাবে? (অনুধাবন)
ক অশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় খ বিনয়ী ভিক্ষুদের মাধ্যমে
গ বজ্জিপুত্রীয় ভিক্ষুদের মাধ্যমে ঘ সংঘমিত্রার পৃষ্ঠপোষকতায় ক

৬১. দ্বিতীয় সঙ্গীতি আহ্বানের কারণ কী? (অনুধাবন)
ক সংঘে বিনয় বহির্ভূত বিধি চালু
খ বজ্জি ভিক্ষুগণের অনাচার
গ যশ স্থবিরকে দণ্ড প্রদান
ঘ ভিক্ষুগণের ব্যবহৃত দ্রব্য সংরক্ষণ ক

৬২. বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে সঙ্গীতির গুরুত্ব অপরিসীম কেন? (অনুধাবন)
ক বুদ্ধের বাণীকে বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য
খ বৌদ্ধ সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করার জন্য
গ বৌদ্ধ ভিক্ষুদের জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য
ঘ বুদ্ধ অনুসারীদের অনুপ্রাণিত করার জন্য ক

৬৩. বৌদ্ধধর্মের বিধান পালন সংক্রান্ত বিষয়ে দ্বিমত দেখা দিলে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ যে সভা আহ্বান করে সমস্যার সমাধান করেন তাকে বৌদ্ধ সাহিত্যে কী বলা হয়? (প্রয়োগ)
ক সঙ্গীতি খ উপোসথ
গ পারমী ঘ শীল ক

৬৪. 'ক' সঙ্গীতি আহ্বানের মাধ্যমে বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করে বুদ্ধবাণী যথাযথভাবে সংরক্ষণ করেন। নিচের কার সাথে 'ক' এর সাদৃশ্য রয়েছে? (প্রয়োগ)
ক অশোক খ ভিক্ষুসঙ্ঘ
গ মহেন্দ্র ঘ কণিষ্ক ক

▶ বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন ও উত্তর

৬৫. বৌদ্ধ সঙ্গীতি বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণ– (অনুধাবন)
i. বুদ্ধবাণী সংকলনে ভূমিকা রাখায়
ii. বুদ্ধবাণী বিশুদ্ধভাবে সংরক্ষণ করায়
iii. বুদ্ধবাণী প্রচার করায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii ঘ

৬৬. বুদ্ধ শিষ্যগণ সঙ্গীতির আহ্বান করেছিলেন– (অনুধাবন)
i. ধর্ম দর্শনের বিতর্ক দূর করার জন্য
ii. বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য
iii. সঙ্ঘের বিধিবিধান সঠিক করার জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii খ

৬৭. সঙ্গীতি বলতে বোঝায়– (অনুধাবন)
i. বুদ্ধবাণী নির্ধারণ করার জন্য আহ্বানকৃত সভা
ii. বুদ্ধবাণীর বিশুদ্ধতা রক্ষা করার জন্য আহ্বানকৃত সভা
iii. বুদ্ধের দর্শন প্রচারের জন্য আহ্বানকৃত সভা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii ঘ

৬৮. বৌদ্ধধর্মে সঙ্গীতির গুরুত্ব অপরিসীম– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. বুদ্ধবাণীর বিকৃতি রোধে
ii. বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ সংকলনে
iii. বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস জানতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii ঘ

▶ অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন ও উত্তর

অনুচ্ছেদটি পড়ে ৬৯ ও ৭০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
ড. সুমঙ্গল বড়ুয়া বলেন, আমাদের ধর্মের প্রবর্তকের ধর্মবাণীগুলো তাঁর শিষ্যরা শ্রুতি পরম্পরায় নিখুঁতভাবে ধারণ করতেন। তাঁর প্রয়াণের পর প্রাজ্ঞ শিষ্যরা সেসব ধর্মবাণী সম্মেলনের মাধ্যমে সংকলন করেন। আমাদের ধর্মের ইতিহাসে এসব সম্মেলনের ভূমিকা অনন্য সাধারণ।

৬৯. অনুচ্ছেদের সম্মেলন শব্দটি বৌদ্ধ সাহিত্যে কী হিসেবে পরিচিত হয়েছে? (প্রয়োগ)
ক সভা বা সম্মেলন খ মহড়া
গ পাখির কূজন ঘ সঙ্গীতি ঘ

৭০. উক্ত সম্মেলন আহ্বান করার উদ্দেশ্য– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. প্রকৃত বুদ্ধবাণী নির্ধারণ
ii. বুদ্ধবাণীর বিশুদ্ধতা রক্ষা
iii. প্রচার ও প্রসারের জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii ঘ

★★ পাঠ-২: সঙ্গীতির উদ্দেশ্য ও পটভূমি | পাঠ্যবই পৃষ্ঠা-৯৮ TOP 10 TIPS

১. সুভদ্র ছিলেন বুদ্ধের– শেষ শিষ্য।
২. প্রথম সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়– রাজগৃহের সপ্তপর্ণী গুহায়।
৩. বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের একশত বছর পর চালু করা হয়– দশ বত্থুনী।
৪. দ্বিতীয় সঙ্গীত আহ্বান করা হয়– দশবত্থুনী বিনয়সম্মত কিনা জানার জন্য।
৫. তৃতীয় সঙ্গীতি আহ্বান করা হয়েছিল পাটলিপুত্রের– অশোকারাম বিহারে।
৬. শ্রীলঙ্কায় বুদ্ধ শাসন প্রতিষ্ঠা করেন– মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রা।
৭. বট্টগামণী শ্রীলঙ্কার রাজ্যভার গ্রহণ করেন– তামিলদের বিতাড়িত করে।
৮. সিংহলের আলু বিহারে আহ্বান করা হয়েছিল– চতুর্থ সঙ্গীতি।
৯. মিয়ানমারের মান্দালয়ে পঞ্চম সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়– ১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দে।
১০. পঞ্চম সঙ্গীতি আহ্বান করা হয়েছিল– কাবা আয়ে বিশ্ব শান্তি প্যাগোডায়।

Tutor: পাঠ্যবইয়ে গুরুত্বপূর্ণ লাইনগুলো দাগিয়ে রাখলে পঠিত বিষয়গুলো মনে রাখা সহজ হয়। এরূপ গুরুত্বপূর্ণ লাইনের তথ্যসমূহ **Top 10 Tips** হিসেবে দেওয়া হয়েছে। এগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ো এবং বহুনির্বাচনি প্রশ্নগুলোর সাথে মিলিয়ে দেখো।

অধ্যায় ৪

▶ সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

৭১. সুভদ্র কে ছিলেন? *(জ্ঞান)*
ক সঙ্গীতি আহবায়ক. খ বিনয়ী ভিক্ষু
গ বুদ্ধের শেষ শিষ্য ঘ সম্রাট **গ**

৭২. প্রথম সঙ্গীতি কোথায় অনুষ্ঠিত হয়? *(জ্ঞান)*
ক সিংহলে খ রাজগৃহের সপ্তপর্ণী গুহায়
গ বার্মায় ঘ বৈশালীর বালুকারামে **খ**

বিনয়ী বুদ্ধশিষ্যগণ সুভদ্রের উক্তি এবং দুর্বিনীত শিষ্যদের মনোভাব বুঝে অসংকলিত বুদ্ধবাণীর পরিহানি, বিকৃতি ও বিলুপ্তির আশঙ্কায় মহাকশ্যপ স্থবিরের নেতৃত্বে প্রথম সঙ্গীতি আয়োজন করে বুদ্ধবানী সংকলিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

৭৩. বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর কার দুর্বিনীত আচরণে সকলে শঙ্কিত হয়েছিলেন? *(জ্ঞান)*
ক সুভদ্র নামক ভিক্ষুর খ মহাকশ্যপ স্থবিরের
গ থেরী উৎপলবর্ণার ঘ মহেন্দ্র থেরোর **ক**

৭৪. বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের কত বছর পর বজ্জিপুত্রীয় ভিক্ষুগণ সঙ্ঘে নিয়ম বহির্ভূত বিধান চালু করেছিলেন? *(জ্ঞান)*
ক ৫০ খ ১০০
গ ১৫০ ঘ ২৫০ **খ**

৭৫. 'দশবত্থুনী' কী? *(জ্ঞান)*
ক বজ্জিপুত্রীয় ভিক্ষু কর্তৃক চালুকৃত বিনয় বহির্ভূত বিধান
খ দুর্বিনীত ভিক্ষুগণের আচরণ
গ বিনয় ভিক্ষুদের চালুকৃত বিধান
ঘ থেরবাদী ভিক্ষু কর্তৃক চালুকৃত বিধান **ক**

৭৬. দ্বিতীয় সঙ্গীতি আহ্বান করা হয়েছিল কেন? *(অনুধাবন)*
ক দশবত্থুনী বিনয়সম্মত কিনা তা জানার জন্য
খ সঙ্ঘের নিয়ম পরিবর্তনের জন্য
গ থের-থেরীদের সমাগম ঘটানোর জন্য
ঘ বুদ্ধের মতাদর্শ প্রচারের জন্য **ক**

৭৭. দ্বিতীয় সঙ্গীতি কোথায় আহ্বান করা হয়? *(জ্ঞান)*
ক রাজগৃহে খ বৈশালীর বালুকারামে
গ পাটলিপুত্রের অশোকারামে ঘ শ্রীলঙ্কায় **খ**

৭৮. বিনয়ী ভিক্ষুরা শঙ্কিত হয়েছিলেন কেন? *(অনুধাবন)*
ক বুদ্ধের দেহাবশেষের স্থায়িত্বের কথা ভেবে
খ থেরদের পরিণতির কথা ভেবে কষ্ট পেয়ে
গ বুদ্ধ শাসনের পরিণতির কথা ভেবে
ঘ দুর্বিনীত ভিক্ষুদের পরিণতির কথা ভেবে **গ**

৭৯. দ্বিতীয় সঙ্গীতিকে বিনয় সঙ্গীতি বলা হয় কেন? *(অনুধাবন)*
ক বিনয় প্রধান আলোচ্য বিষয় হওয়ায়
খ সাতশত ভিক্ষু উপস্থিতির জন্য
গ সব কার্যক্রম সুচারুরূপে সংঘটিত হওয়ায়
ঘ রেবতের সভাপতিত্বের জন্য **ক**

৮০. তৃতীয় সঙ্গীতি আয়োজন করা হয় কেন? *(অনুধাবন)*
ক সন্দেহ নিরসনে খ বিতর্ক নিরসনে
গ যুদ্ধ নিরসনে ঘ দাঙ্গা নিরসনে **ক**

৮১. শ্রীলঙ্কায় কারা বুদ্ধ শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিল? *(জ্ঞান)*
ক সঙ্ঘমিত্রা ও মহেন্দ্র থের
খ সম্রাট অশোক ও মহেন্দ্র থের
গ উৎপল বর্ণ ও মহামায়া
ঘ মহাকশ্যপ স্থবির ও উপালি থের **ক**

৮২. ভারতীয় কোন জনগোষ্ঠী শ্রীলঙ্কা দখল করে শাসন করত? *(জ্ঞান)*
ক তামিল খ নাইডু
গ দ্রাবিড় ঘ গাঙ্গুলি **খ**

৮৩. শ্রীলঙ্কায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল কেন? *(অনুধাবন)*
ক বৌদ্ধ শাসন প্রতিষ্ঠিত না থাকায়
খ যুদ্ধবিগ্রহ ও অরাজকতার জন্য
গ মানুষের পাপাচারের জন্য
ঘ রাজার দুর্নীতির জন্য **খ**

৮৪. শ্রীলঙ্কার জনগোষ্ঠীর মধ্যে ভোগবাদী মনোভাব দেখা দিয়েছিল কেন? *(অনুধাবন)*
ক যুদ্ধবিগ্রহ ও দুর্ভিক্ষের জন্য খ কর্ম না থাকার জন্য
গ প্রাচুর্যের জন্য ঘ রাজাদের দৌরাত্ম্যে **ক**

৮৫. কত সালে পঞ্চম সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়? *(জ্ঞান)*
ক ১৮৫০ খ ১৮৬০
গ ১৮৭১ ঘ ১৮৭৫ **গ**

৮৬. পঞ্চম সঙ্গীতিতে ত্রিপিটক কোথায় পাথরে খোদিত করা হয়? *(জ্ঞান)*
ক অযোগজা পর্বতে খ কিওকারাডং পর্বতে
গ গারো পর্বতে ঘ মান্দালয় পর্বতে **ঘ**

৮৭. সংঘরাজ সারমেধ বাংলায় বুদ্ধের আদর্শের লঙ্ঘন হতে দেখে প্রকৃত বুদ্ধবাণী প্রচার ও সংরক্ষণের উদ্যোগ নেন। তিনি কাদের প্রতিনিধিত্ব করছেন? *(প্রয়োগ)*
ক দুর্বিনীত ভিক্ষুদের খ বিনয়ী ভিক্ষুদের
গ সাধারণ বৌদ্ধদের ঘ থেরবাদী ভিক্ষুদের **খ**

৮৮. ড. বিমান বড়ুয়া বুদ্ধের দর্শন ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আলু বিহারে অনুষ্ঠিত সঙ্গীতি সম্পর্কে অবতারণা করেন। তিনি কততম সঙ্গীতির কথা বলেছেন? *(প্রয়োগ)*
ক তৃতীয় খ চতুর্থ
গ পঞ্চম ঘ ষষ্ঠ **খ**

৮৯. চাকমা রাজা দেবাশীষ রায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় বৌদ্ধধর্ম ব্যাপক প্রসার লাভ করে। তিনি কার প্রতিনিধিত্ব করছেন? *(প্রয়োগ)*
ক সম্রাট অশোক খ রাজা শুদ্ধোদন
গ লক্ষণ সেন ঘ রানি মহামায়া **ক**

৯০. শ্রীলঙ্কায় বারবার বৌদ্ধধর্ম পরিহানির সম্মুখীন হতে থাকে এর উপযুক্ত কারণ কোনটি? *(উচ্চতর দক্ষতা)*
ক বিদেশি আক্রমণ খ রাজাদের উদাসীনতা
গ মানুষের ভোগবাদিতা ঘ প্রচারকদের অনিহা **ক**

▶ বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন ও উত্তর

৯১. তৃতীয় সঙ্গীতির আহ্বান করা হয়েছিল– *(অনুধাবন)*
i. বুদ্ধবাণী নির্ধারণের জন্য
ii. বুদ্ধবাণী লিপিবদ্ধ করার জন্য
iii. সঙ্ঘে বিরাজমান অরাজকতা দূরীকরণের জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

৯২. চতুর্থ সঙ্গীতির আহ্বান করা হয়েছিল– *(অনুধাবন)*
i. ত্রিপিটককে চিরস্থায়িত্ব দানের জন্য
ii. দায়িত্বহীন ও অধার্মিক ভিক্ষুদের সুপথে আনার জন্য
iii. বুদ্ধবাণী লিপিবদ্ধ করার জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

৯৩. ন্যায়পরায়ণ শাসকের মৃত্যুতে মন্ত্রীপরিষদের দু-একজন খুশি হন। এদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হলো— *(প্রয়োগ)*
i. শিষ্য সুভদ্র
ii. দুর্বিনীত ভিক্ষু
iii. বিনয়ী শিষ্যগণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

৯৪. সঙ্গীতিসমূহের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো– *(উচ্চতর দক্ষতা)*
i. পরিশুদ্ধভাবে বুদ্ধবাণী প্রচার
ii. বুদ্ধবাণী সংরক্ষণ
iii. বুদ্ধের ধর্ম দর্শন সমৃদ্ধ করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

▶ অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন ও উত্তর

অনুচ্ছেদটি পড়ে ৯৫ ও ৯৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

ড. সুমন বড়ুয়া ছাত্রাবস্থায় ত্রিপিটক সংকলনের ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে লক্ষ করেছিলেন সব সঙ্গীতির উদ্দেশ্য এক হলেও পটভূমি এক রকম ছিল না। তিনি আরও খেয়াল করেন সঙ্গীতিগুলো বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

৯৫. ড. সুমন বড়ুয়া চতুর্থ সঙ্গীতি কোথায় আহ্বান করা হয় বলে তথ্য পান? *(প্রয়োগ)*
ক রাজগৃহে খ অশোকারামে
গ নেপালে ঘ সিংহলে **গ**

৯৬. এই সঙ্গীতি আহ্বান করা– *(উচ্চতর দক্ষতা)*
i. বুদ্ধবাণী বিকৃতি হতে রক্ষা
ii. ত্রিপিটক লিপিবদ্ধ করে চিরস্থায়িত্ব দান
iii. অধার্মিক ভিক্ষুদের বিনাশে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

★★ পাঠ-৩: প্রথম সঙ্গীতি | পাঠ্যবই পৃষ্ঠা-১০০

TOP 10 TIPS

১. রাজগৃহের সপ্তপর্ণী গুহায় অনুষ্ঠিত হয়– প্রথম সঙ্গীতি।
২. প্রথম সঙ্গীতির পৃষ্ঠপোষকতা করেন– অজাতশত্রু।
৩. বুদ্ধের সেবক ও শ্রুতিধর ছিলেন– আনন্দ স্থবির।
৪. বুদ্ধবাণী সংকলনে আহ্বান করা হয়— প্রথম সঙ্গীতি।
৫. ৫০০ অর্হৎ ভিক্ষু নির্বাচন করা হয়— প্রথম সঙ্গীতি।
৬. সর্বসম্মতিক্রমে প্রথম সঙ্গীতির সভাপতি নির্বাচিত হন– মহাকশ্যপ স্থবির।
৭. মণ্ডপের মধ্যভাগে পূর্বমুখী করে নির্মাণ করা হয়– ধর্মাসন।
৮. ধর্মাসন অলঙ্কৃত করেন– উপালি।
৯. প্রথম মহাসঙ্গীতি সম্পন্ন হতে সময় লেগেছিল– চারমাস।
১০. পাঁচশো অর্হৎ দ্বারা প্রথম সঙ্গীতি সম্পন্ন হয়েছিল বলে একে বলা হয়– পঞ্চশতিকা সঙ্গীতি।

▶ সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

৯৭. বুদ্ধবাণী সংকলনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি থেকে কোন সঙ্গীতির আহ্বান করা হয়? *(জ্ঞান)*
ক প্রথম খ দ্বিতীয়
গ তৃতীয় ঘ চতুর্থ **ক**

৯৮. প্রথম সঙ্গীতিতে কতজন অর্হৎ ভিক্ষু নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়? *(জ্ঞান)*
ক ৪০০ খ ৫০০
গ ৬০০ ঘ ৭০০ **খ**

৯৯. প্রথম সঙ্গীতির সভাপতি নির্বাচিত হন কে? *(জ্ঞান)*
ক মহেন্দ্র থের খ মহাকশ্যপ স্থবির
গ অশোক ঘ সঙ্ঘমিত্রা **খ**

১০০. প্রথম সঙ্গীতিতে কতজন স্থবিরের আসন সজ্জিত করা হয়? *(জ্ঞান)*
ক ৫০০ খ ৬০০
গ ৭০০ ঘ ৮০০ **খ**

১০১. অনেক বৌদ্ধ ভিক্ষু বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণে খুশি হয়েছিলেন কেন? *(অনুধাবন)*
ক যথেচ্ছভাবে জীবনযাপন করার জন্য
খ ধর্ম প্রচারে স্বাধীনতা লাভের জন্য
গ বুদ্ধের নির্যাতন থেকে বেঁচে থাকার জন্য
ঘ বুদ্ধের সব কিছুর অধিকারপ্রাপ্ত হওয়ার জন্য **ঘ**

১০২. বুদ্ধের সেবক ও শ্রুতিধর ছিলেন কে? *(জ্ঞান)*
ক আনন্দ খ মহেন্দ্র থের
গ অশোক ঘ রক্ষিত থের **ক**

আনন্দ স্থবিরকে প্রথমে নির্বাচন করা হয়নি। কারণ তিনি তখনও অর্হত্বে উন্নীত হননি। কিন্তু বুদ্ধের একান্ত সেবক হিসেবে শ্রুতিধর আনন্দ স্থবির বুদ্ধের সকল ধর্মোপদেশ ধারণ করে রাখতেন। তার গুণাবলি সম্পর্কে বুদ্ধশিষ্যগণ অবগত ছিলেন। সঙ্গীতি আরম্ভের ঠিক আগে তিনি অর্হত্ব প্রাপ্ত হন।

১০৩. আনন্দ স্থবিরকে কেন প্রথমে সঙ্গীতিকারক হিসেবে নির্বাচন করা হয়নি? *(অনুধাবন)*
ক অর্হত্বে উন্নীত না হওয়ার কারণে
খ বুদ্ধ দেশনা না মানার কারণে
গ সভাপতির নির্দেশ অমান্য করার কারণে
ঘ নিজের আগ্রহ না থাকার কারণে **ক**

১০৪. কোনটিকে বুদ্ধ শাসনের আয়ুস্বরূপ ধরা হয়? *(জ্ঞান)*
ক বিনয় খ ধর্ম
গ ত্যাগ ঘ দান **ক**

১০৫. প্রথম মহাসঙ্গীতি সম্পন্ন হতে কত মাস সময় লেগেছিল? *(জ্ঞান)*
ক চার খ ছয়
গ আট ঘ দশ **ক**

▶ বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন ও উত্তর

১০৬. প্রথম সঙ্গীতিতে উপালি থের আবৃত্তি করেছিলেন— *(অনুধাবন)*
i. তেরোটি সঙ্ঘাদিসেস
ii. চারি পটিদেসীয়া ধর্ম
iii. খুদ্দক নিকায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

১০৭. প্রথম সঙ্গীতিতে পাঁচশ অর্হৎ ভিক্ষুর অনুমোদন লাভের পর সঙ্ঘায়ন করা হয়– *(উচ্চতর দক্ষতা)*
i. ধর্মের
ii. বিনয়ের
iii. ত্যাগের
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

▶ অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন ও উত্তর

অনুচ্ছেদটি পড়ে ১০৮ ও ১০৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
সুভদ্র নামক দুর্বিনীত বৌদ্ধ ভিক্ষুর উক্তিতে বুদ্ধবাণী পরিহানির আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হয়ে পণ্ডিতগণ সঙ্গীতি আহ্বান করেন। মহাকশ্যপ থেরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় বুদ্ধবাণী সংকলনের সম্মেলন।

১০৮. উদ্দীপকে যে সঙ্গীতির কথা আলোচিত হয়েছে তার পৃষ্ঠপোষকতা করেন কে? *(প্রয়োগ)*
ক রাজা বিম্বিসার খ সম্রাট অশোক
গ রাজা অজাতশত্রু ঘ রাজা বট্টগামনী **গ**

১০৯. উক্ত সঙ্গীতিতে কত জন অর্হৎ ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন? *(উচ্চতর দক্ষতা)*
ক পাঁচশো খ এক হাজার
গ পনের শো ঘ দুই হাজার **ক**

★★ পাঠ-৪: দ্বিতীয় সঙ্গীতি | পাঠ্যবই পৃষ্ঠা-১০২

TOP 10 TIPS

১. বিনয়বর্হিভূত দশটি বিধি-বিধান সঙ্ঘে চালু করেন– বজ্জিপুত্রীয় ভিক্ষুগণ।
২. উপঢৌকন দিয়ে বশে রাখার চেষ্টা করা হয়– যশ স্থবিরকে।
৩. দ্বিতীয় সঙ্গীতি সভাপতিত্ব করেন– রেবত স্থবির।
৪. স্থবির সম্ভূত সানবাসী ছিলেন– মহাতার্কিক এবং পণ্ডিত।
৫. ভিক্ষুদের প্রতিপালনীয় বিনয় প্রধান আলোচ্য বিষয় হওয়ায় দ্বিতীয় সঙ্গীতিকে বলা হয়– বিনয় সঙ্গীতি।
৬. বুদ্ধের পরিনির্বাণের একশো বছর পর আহ্বান করা হয়– দ্বিতীয় সঙ্গীতি।
৭. রাজা কালাশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় বৈশালীর বালুকারামে অনুষ্ঠিত হয়– দ্বিতীয় মহাসঙ্গীতি।
৮. দ্বিতীয় সঙ্গীতি কার্যক্রম চলে– আটমাস।
৯. সাতশো অর্হৎ ভিক্ষুর উপস্থিতিতে দ্বিতীয় সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল বলে এর অপর নাম– সপ্তশতিকা মহাসঙ্গীতি।
১০. দ্বিতীয় সঙ্গীতির পর ভিক্ষুসঙ্ঘ দুই ভাগে বিভক্ত হয়– স্থবিরবাদী ও মহাসাঙ্ঘিক।

▶ সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

১১০. বিনয় বহির্ভূত দশটি বিধি-বিধানকে কী বলা হয়? *(জ্ঞান)*
ক দশবথুনী খ দশ পারমী
গ দশ মুদ্রালঙ্কার ঘ দশবিদ্যা সমুচ্চয় **ক**

১১১. বজ্জিপুত্রীয় ভিক্ষুগণ কাকে উপঢৌকন দিয়ে বশে আনার চেষ্টা করেছিলেন? *(জ্ঞান)*
ক আনন্দ স্থবিরকে খ উপালি থেরকে
গ যশ স্থবিরকে ঘ মহাকশ্যপ স্থবিরকে **গ**

১১২. যশ স্থবিরকে কীভাবে সঙ্ঘ থেকে বহিষ্কার করা হয়? *(জ্ঞান)*
ক উক্ষেপনী দণ্ড প্রদানপূর্বক খ পটি সারণীয় দণ্ড প্রদানপূর্বক
গ নিয়াশন দণ্ড প্রদানপূর্বক ঘ ভিক্ষুসঙ্ঘের অনুমতিপূর্বক **ঘ**

১১৩. বজ্জিপুত্রীয় ভিক্ষুগণ যশ স্থবিরকে সঙ্ঘ হতে বহিষ্কার করেছিলেন কেন? *(অনুধাবন)*
ক) দুর্বিনীয় ভিক্ষুদের কথায় কর্ণপাত না করার কারণে
খ) তাদেরকে সঙ্ঘের নিয়ম পালনে বাধ্য করার কারণে
গ) বুদ্ধের আদর্শচ্যুত হওয়ার কারণে
ঘ) সঙ্ঘের নিয়ম পালন না করার কারণে
ক

১১৪. বুদ্ধের পরিনির্বাণের কত বছর পর দ্বিতীয় সঙ্গীতি আহ্বান করা হয়? *(জ্ঞান)*
ক) ১০০ খ) ১৫০
গ) ২০০ ঘ) ২৫০
ক

১১৫. দ্বিতীয় মহাসঙ্গীতি কোথায় অনুষ্ঠিত হয়? *(জ্ঞান)*
ক) শ্রীলঙ্কার সিংহলে খ) বৈশালীর বালুকারামে
গ) ভারতের নালন্দায় ঘ) ভারতের রাজগৃহে
খ

১১৬. দ্বিতীয় সঙ্গীতির পর ভিক্ষুসঙ্ঘ কত ভাগে ভাগ হয়ে যায়? *(জ্ঞান)*
ক) দুই খ) তিন
গ) চার ঘ) পাঁচ
ক

▶ বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন ও উত্তর

১১৭. দ্বিতীয় সঙ্গীতির পর ভিক্ষুসঙ্ঘ দুটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এ দলের অন্তর্ভুক্ত ছিল— *(অনুধাবন)*
i. স্থবিরবাদী
ii. মহাসাংঘিক
iii. ভোগবাদী
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii
ক

১১৮. স্থবির মহাকশ্যপ, উপালি ও আনন্দ প্রথম সঙ্গীতির নেতৃত্বদান করেন। এর সাথে দ্বিতীয় সঙ্গীতির মিল রয়েছে— *(প্রয়োগ)*
i. স্থবির যশ
ii. সম্ভূত সানবাসী
iii. রেবত থের
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii
ঘ

১১৯. দশবত্থুনী বিধানের অন্যতম ছিল— *(উচ্চতর দক্ষতা)*
i. ভিক্ষুগণ ঝালরযুক্ত কম্বল ব্যবহার করতে পারবে
ii. ভিক্ষুগণ একবারের বেশি ভোজন করতে পারবে না
iii. ভিক্ষুগণ ঘোল জাতীয় তরল খাবার পান করতে পারবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii
খ

▶ অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন ও উত্তর

অনুচ্ছেদটি পড়ে ১২০ ও ১২১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
ত্রিপিটক সংকলনের জন্য সম্মেলন করতে গিয়ে নানা সময় প্রতিকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। একবার বিনয় বহির্ভূত নিয়ম প্রবর্তনকারী দশ হাজার ভিক্ষুর উপস্থিতিতে এমন সম্মেলন হয়েছিল। তবে উক্ত সভার বিবরণ পাওয়া যায় না।

১২০. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত সঙ্গীতি কোথায় অনুষ্ঠিত হয়? *(প্রয়োগ)*
ক) রাজগৃহের সপ্তপর্ণী গুহায় খ) বৈশালীর বালুকারামে
গ) সিংহলের আলুবিহারে ঘ) পাটালিপুত্রের অশোকারামে
খ

১২১. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত সঙ্গীতির পর ভিক্ষুসঙ্ঘ যে দুই ভাগে বিভক্ত হয়— *(উচ্চতর দক্ষতা)*
i. উপধমাধ তনিকা
ii. স্থবিরবাদী
iii. মহাসাঙ্ঘিক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii
খ

★★ পাঠ-৫: তৃতীয় সঙ্গীতি | পাঠ্যবই পৃষ্ঠা-১০৫

TOP 10 TIPS

১. সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে মগধের রাজধানী পাটলিপুত্রের অশোকারামে অনুষ্ঠিত হয়— তৃতীয় সঙ্গীতি।
২. তৃতীয় সঙ্গীতি আহ্বান করেন— তিষ্যস্থবির।
৩. সম্রাট অশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় অনুষ্ঠিত হয়— তৃতীয় সঙ্গীতি।
৪. কথাবত্থু নামক গ্রন্থটি রচনা করেন— মোগ্‌গলীপুত্র তিষ্য স্থবির।
৫. বিভাজ্যবাদীদের মতবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত করা হয়— কথাবত্থু গ্রন্থে।
৬. বনবাসী অঞ্চলে ধর্ম প্রচারক হিসেবে প্রেরণ করা হয়— রক্ষিত থেরকে।
৭. অপরান্তক অঞ্চলে প্রেরণ করা হয়— ধর্মরক্ষিত থেরকে।
৮. মহারাষ্ট্রে ধর্ম প্রচারক হিসেবে প্রেরণ করা হয়— মহাধর্ম রক্ষিত থেরকে।
৯. মহারক্ষিত থেরকে ধর্মপ্রচারক হিসেবে প্রেরণ করা হয়— যোনলোকে।
১০. মহিষমণ্ডলে ধর্ম প্রচারক হিসেবে প্রেরণ করা হয়— মহাদেব থেরকে।

▶ সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

১২২. তৃতীয় সঙ্গীতি কোথায় অনুষ্ঠিত হয়? *(জ্ঞান)*
ক) বার্মায় খ) অশোকারামে
গ) সিংহলে ঘ) সপ্তপর্ণীতে
খ

১২৩. তৃতীয় সঙ্গীতি আহ্বান করেন কে? *(জ্ঞান)*
ক) রেবত স্থবির খ) মহাকশ্যপ স্থবির
গ) তিষ্য স্থবির ঘ) মহাদেব থের
গ

১২৪. কোন সম্রাটের রাজত্বকালে তৃতীয় সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়? *(জ্ঞান)*
ক) রাজা কণিষ্ক খ) রাজা শুদ্ধোদন
গ) সম্রাট অশোক ঘ) রাজা মহেন্দ্র
গ

১২৫. তৃতীয় সঙ্গীতি আহ্বানের প্রধান কারণ কী ছিল? *(অনুধাবন)*
ক) দশবত্থুনীর স্বীকৃতি দান খ) অরাজক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ
গ) বুদ্ধবাণী সংকলন ঘ) বুদ্ধ দর্শন সমৃদ্ধকরণ
খ

১২৬. বিনয় ভিক্ষু মনে করেন পাপ চেতনা না থাকলে সে কার্যে কোনো অপরাধ হয় না। এ ভাবনার সাথে নিচের কার ভাবনার মিল রয়েছে? *(প্রয়োগ)*
ক) সুভদ্র খ) আনন্দ স্থবির
গ) তিষ্য স্থবির ঘ) সম্রাট অশোক
গ

১২৭. কথাবত্থু নামক গ্রন্থটির রচয়িতা কে? *(জ্ঞান)*
ক) তিষ্য স্থবির খ) মহাকশ্যপ স্থবির
গ) উপালি থের ঘ) আনন্দ স্থবির
ক

বৌদ্ধধর্মে পারঙ্গম মহাপণ্ডিত মোগ্‌গলীপুত্র তিষ্য স্থবির অহোগঙ্গা পর্বত হতে সম্রাট অশোকের আহ্বানে সাড়া দেন। তৃতীয় সঙ্গীতিতে তিনি 'কথাবত্থু' নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থটিতে অন্যান্য মতবাদীদের মতামত খণ্ডন করে বিভাজ্যবাদীদের মতবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত করা হয়। বুদ্ধবাণীর সারমর্ম প্রতিফলিত হওয়ায় গ্রন্থটি অভিধর্ম পিটকের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

১২৮. কথাবত্থু গ্রন্থে কাদের মতবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত করা হয়? *(জ্ঞান)*
ক) ভোগবাদীদের খ) বিভাজ্যবাদীদের
গ) ছদ্মবেশী ভিক্ষুদের ঘ) ধর্মহীনদের
খ

১২৯. 'ধর্ম মহাপাত্র' নিযুক্ত করা হয়েছিল কেন? *(অনুধাবন)*
ক) ধর্ম প্রচারের জন্য খ) রাজ্যের খোঁজখবর রাখার জন্য
গ) রাজস্ব সংগ্রহের জন্য ঘ) রাজ্যের বিশৃঙ্খলা দূরীকরণের জন্য
ক

▶ বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন ও উত্তর

১৩০. তৃতীয় সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হওয়ার ফলে— *(অনুধাবন)*
i. অবিনয়ী ভিক্ষুগণ সঙ্ঘ থেকে বহিষ্কৃত হয়
ii. ধর্ম ও বিনয় বুদ্ধের মুখনিঃসৃত বাণী হিসেবে স্বীকৃতি পায়
iii. দশবত্থুনী অনুমোদন লাভ করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii
ক

১৩১. তৃতীয় সঙ্গীতি আহ্বানের পর বুদ্ধবাণী ভাগ হয়ে যায়— *(অনুধাবন)*
i. বিনয় নামে
ii. সুত্ত নামে
iii. অভিধম্ম নামে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii
ঘ

১৩২. তৃতীয় সঙ্গীতি আহ্বান করার উদ্দেশ্য ছিল— *(উচ্চতর দক্ষতা)*
i. প্রকৃত বুদ্ধবাণী নির্ধারণের জন্য
ii. সঙ্ঘে অরাজকতা দূর করার জন্য
iii. বুদ্ধবাণী চিরস্থায়ী করার জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii
ঘ

১৩৩. আইন ও প্রশাসনের সংস্কার সাধন করে রাজা দুজি ইতিহাসখ্যাত হয়ে আছেন। এর সাথে মিল রয়েছে সম্রাট অশোকের— *(প্রয়োগ)*
i. বৌদ্ধধর্ম প্রচারে ভূমিকা
ii. বৌদ্ধসঙ্ঘ বিশুদ্ধকরণে উদ্যোগ
iii. বুদ্ধ দর্শন সমৃদ্ধকরণে লিখন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii   খ i ও iii   গ ii ও iii   ঘ i, ii ও iii   **ক**

▶ অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন ও উত্তর

অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৩৪ ও ১৩৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
সুমন বড়ুয়া প্রতিদিন নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী ভিক্ষুদের দান করেন। তবে ধর্মের প্রতি তার এতটাই গভীর দান চেতনা রয়েছে যার ফলে নিজের সন্তান দুটিকে প্রব্রজ্যা দিয়ে ধর্ম প্রচারে দান করেছেন।

১৩৪. উদ্দীপকে কোন রাজার ইঙ্গিত রয়েছে? *(প্রয়োগ)*
ক সম্রাট অশোক   খ অজাতশত্রু
গ কালাশোক   ঘ রাজা বট্টগামনী   **ক**

১৩৫. উক্ত রাজা কয়টি স্থানে ধর্ম প্রচারক প্রেরণ করেন? *(উচ্চতর দক্ষতা)*
ক ৫টি   খ ৭টি
গ ৯টি   ঘ ১১টি   **গ**

★★ পাঠ-৬: বুদ্ধবাণী গ্রন্থাকারে সংকলনে সঙ্গীতির ভূমিকা | পাঠ্যবই পৃষ্ঠা-১০৭

TOP 10 TIPS

১. মুখে মুখে প্রচারিত বিষয় বিকৃত হওয়ার কারণ— পাঁচটি।
২. বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকা বুদ্ধবাণী সংকলিত করে বিস্মৃতি ও বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা এবং বিশুদ্ধভাবে সংরক্ষণের পথ তৈরি করে— প্রথম সঙ্গীতি।
৩. বুদ্ধ প্রবর্তিত বিনয়কে বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা করে— দ্বিতীয় সঙ্গীতি।
৪. সঙ্ঘে বিরাজমান অরাজকতা দূর করে সঙ্ঘকে কলুষমুক্ত করে— তৃতীয় সঙ্গীতি।
৫. দ্বিতীয় সঙ্গীতি অনুষ্ঠানের একশো বছরের মধ্যে সঙ্ঘ বিভক্ত হয়ে পড়ে— ১৮ নিকায়ে।
৬. চতুর্থ সঙ্গীতি আয়োজন করেন— বট্টগামণী।
৭. বর্তমান ত্রিপিটকের ভিত্তি— তালপত্রে লিখিত বুদ্ধবাণী।
৮. বুদ্ধবাণীর সংকলিত রূপ— ত্রিপিটক।
৯. বুদ্ধবাণীকে মার্বেল পাথরে খোদিত করে রেখে চিরস্থায়িত্ব প্রদান করে— পঞ্চম সঙ্গীতি।
১০. দোষ-ত্রুটিসমূহ দূরীভূত করে বুদ্ধবাণীকে নির্ভুলভাবে প্রকাশ করতে সহায়তা করে— ষষ্ঠ সঙ্গীতি।

▶ সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

১৩৬. মুখে মুখে প্রচারিত যে কোনো বিষয় বিকৃত হওয়ার প্রধান কারণ কয়টি? *(জ্ঞান)*
ক পাঁচটি   খ ছয়টি   গ সাতটি   ঘ দশটি   **ক**

১৩৭. বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর সঙ্ঘ প্রথম দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছিল কেন? *(অনুধাবন)*
ক বিধিবিধানের ব্যাখ্যা নিয়ে
খ বুদ্ধের রেখে যাওয়া সম্পত্তির ভাগাভাগি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে জটিলতা দেখা দেওয়ায়
গ বুদ্ধ অনুসারীদের ধর্মান্তরিত হওয়ার কারণে
ঘ বুদ্ধের দেহ সমাধিস্থ করার বিষয়ে মতানৈক্য হওয়ায়   **ক**

১৩৮. দ্বিতীয় সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হওয়ার একশ বছরের মধ্যে বৌদ্ধসঙ্ঘ কত নিকায়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে? *(জ্ঞান)*
ক ১৫   খ ১৮   গ ২০   ঘ ২৫   **খ**

১৩৯. দুর্নীত ভিক্ষুদের জন্য সে সময় বৌদ্ধসঙ্ঘ কত নিকায়ে বিভক্ত হয়? *(জ্ঞান)*
ক এগারটি   খ পনেরটি
গ ষোলটি   ঘ আঠারটি   **ঘ**

১৪০. কার পৃষ্ঠপোষকতায় চতুর্থ সঙ্গীতি আয়োজন করা হয়? *(জ্ঞান)*
ক সম্রাট অশোক   খ রাজা কণিষ্ক
গ রাজা বট্টগামনী   ঘ রাজা মিন্ডনমিন   **গ**

১৪১. বুদ্ধবাণী চিরস্থায়িত্ব প্রদান করে কোন সঙ্গীতি? *(জ্ঞান)*
ক তৃতীয়   খ পঞ্চম
গ ষষ্ঠ   ঘ দ্বিতীয়   **খ**

১৪২. বুদ্ধবাণীর সংকলিত রূপ কী নামে পরিচিত? *(জ্ঞান)*
ক ত্রিপিটক   খ বাইবেল
গ গীতা   ঘ বেদ   **ক**

১৪৩. কোনটি বর্তমান ত্রিপিটকের ভিত্তি রচনা করে? *(জ্ঞান)*
ক তালপত্রে লিখিত বুদ্ধবাণী
খ মুখে মুখে প্রচারিত বুদ্ধবাণী
গ আচরণে প্রকাশিত বুদ্ধবাণী
ঘ বৌদ্ধসঙ্ঘের বিধানাবলি সংক্রান্ত বুদ্ধবাণী   **ক**

▶ বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন ও উত্তর

১৪৪. বুদ্ধবাণী রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় যেসব কারণে— *(অনুধাবন)*
i. সঙ্ঘের মধ্যে অরাজকতা রোধের জন্য
ii. বুদ্ধবাণী সংরক্ষণের জন্য
iii. বিকৃত ও পরিহানির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii   খ ii ও iii   গ i ও iii   ঘ i, ii ও iii   **ঘ**

১৪৫. বুদ্ধবাণী সংরক্ষণ করার চেষ্টা করা হয়— *(অনুধাবন)*
i. পাণ্ডুলিপিতে
ii. শিলালিপিতে   iii. তালপত্রে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii   খ i ও iii   গ ii ও iii   ঘ i, ii ও iii   **ঘ**

১৪৬. যে প্রক্রিয়ায় বুদ্ধবাণীর বিশুদ্ধতা রক্ষা করা হয়— *(উচ্চতর দক্ষতা)*
i. আবৃত্তি করে
ii. সংকলিত করে   iii. বিতর্ক করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii   খ i ও iii   গ ii ও iii   ঘ i, ii ও iii   **ক**

▶ অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন ও উত্তর

অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৪৭ ও ১৪৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর বুদ্ধবাণী সংকলনের জন্য অনুষ্ঠিত হয় সঙ্গীতি। কারণ কণ্ঠস্থ বা স্মৃতিতে ধারণ করে মুখে মুখে প্রচারিত হওয়ার কারণে বুদ্ধবাণীর ক্ষেত্রেও বিকৃতি হওয়ার আশঙ্কা ছিল।

১৪৭. দ্বিতীয় সঙ্গীতি অনুষ্ঠানের পর বৌদ্ধসঙ্ঘ কত নিকায়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে? *(প্রয়োগ)*
ক ১০   খ ১৮
গ ২৬   ঘ ৩৬   **খ**

১৪৮. নানা মুখে প্রচারিত হওয়ার বিষয় বিকৃত হওয়ার কারণ— *(উচ্চতর দক্ষতা)*
i. উচ্চারণের দুর্বলতা
ii. বোঝার দুর্বলতা
iii. ব্যাখ্যা করার দুর্বলতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii   খ ii ও iii   গ i, ii ও iii   ঘ i ও iii   **গ**

অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৪৯ ও ১৫০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
কমলের বাবা তাকে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলে ত্রিপিটক সংকলনে সঙ্গীতির ভূমিকা অপরিসীম। এছাড়া ভারতবর্ষ ও সিংহল এবং মিয়ানমারের ইতিহাস সম্পর্কে জানা যায়।

১৪৯. দ্বিতীয় সঙ্গীতি বুদ্ধ প্রবর্তিত কোন বিষয়কে বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা করে? *(প্রয়োগ)*
ক বিনয়   খ সূত্র
গ অভিধর্ম   ঘ দর্শন   **ক**

১৫০. সঙ্গীতির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল— *(উচ্চতর দক্ষতা)*
i. বুদ্ধবাণী সংকলন
ii. বুদ্ধবাণী বিশুদ্ধভাবে সংরক্ষণ
iii. বুদ্ধবাণী প্রচার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii   খ ii ও iii   গ i ও iii   ঘ i, ii ও iii   **ঘ**

Tutor অধ্যায়ভিত্তিক প্রস্তুতি যাচাইয়ের জন্য মোবাইলে POLE অ্যাপটি ব্যবহার করো। এখানে তুমি প্রতিটি প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তরে ক্লিক করে সঙ্গে সঙ্গে জেনে নিতে পারবে উত্তরের সঠিকতা।
POLE Panjeree Online Exam

অ্যাপ্লিকেশন অংশ: সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

■ ৩৪টি প্রশ্ন ও উত্তর

টেক্সটবইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর — নতুন পাঠ্যবইয়ের আলোকে

পাঠ্যবইয়ের এ প্রশ্নগুলো গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের আলোকে তৈরি। এগুলো থেকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে প্রশ্ন হতে পারে, যা অনুশীলন করলে সংশ্লিষ্ট যেকোনো প্রশ্নের উত্তর করতে পারবে তুমি।

প্রশ্ন-১. প্রথম সঙ্গীতি কার পৃষ্ঠপোষকতায় এবং কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল?

উত্তর: ধর্ম বিনয়ে শ্রদ্ধাশীল ভিক্ষুগণ বুদ্ধবাণী সংকলনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। এ জন্য প্রথম সঙ্গীতি আহ্বান করা হয়েছিল। প্রথম সঙ্গীতিতে রাজা অজাতশত্রু পৃষ্ঠপোষকতা করেন।

বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের তিন মাস পর রাজগৃহের সপ্তপর্ণী গুহায় প্রথম সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। রাজা অজাতশত্রুর পৃষ্ঠপোষকতায় গুহার সামনে বিশাল মণ্ডপ তৈরি করা হয়। এতে দক্ষিণমুখী ও উত্তরমুখী করে পাঁচশো স্থবিরের আসন সজ্জিত করা হয়। মণ্ডপের মধ্যভাগে পূর্বমুখী করে ধর্মাসন নির্মাণ করা হয়।

প্রশ্ন-২. বজ্জিপুত্রীয় ভিক্ষুরা কেন অধর্মবাদী?

উত্তর: বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের একশো বছর পর বজ্জিপুত্র ভিক্ষুগণ বিনয় বহির্ভূত দশটি বিধি-বিধান বা দস বত্থুনী প্রচলন করেন। বজ্জিপুত্র ভিক্ষুগণ উপোসথ দিবসে পানিভর্তি তাম্রপাত্র রেখে উপাসক উপাসিকাদের কহাপণ (স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা) প্রদানের জন্য অনুরোধ করতেন। তারা অন্যান্য বিনয়ী ভিক্ষুদের ঐ দশটি বিনয়বহির্ভূত বিধানকে সমর্থন জানানোর জন্য অনুরোধ করতেন। এভাবে বজ্জিপুত্রীয় ভিক্ষুরা ধর্মের নাম ধরে বিনয় বিধান অনুসারে না চলে অধর্মবাদী হয়ে ওঠে। তারা তাদের ইচ্ছেমত চলতে থাকে। এতে বিনয় বিধানগুলো তাদের কারণে ধ্বংস হতে থাকে। এ সমস্ত কারণে বজ্জিপুত্রীয় ভিক্ষুগণ অধর্মবাদী।

প্রশ্ন-৩. কেন এবং কার কাছে সম্রাট অশোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন?

উত্তর: মহামতি অশোক একজন অদ্বিতীয় রাজা ছিলেন। ভারতের পাটলিপুত্রে রাজধানী স্থাপন করে ক্রমে তিনি বিশাল সাম্রাজ্যের রাজা হন। রাজ্য দখল করতে গিয়ে তিনি কলিঙ্গ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ লোক নিহত হয় এবং রাজ্যে রক্তগঙ্গা বয়ে যায়। এ রক্তের বন্যা দেখে সম্রাটের মনের পরিবর্তন ঘটে। তিনি রাজপ্রাসাদ থেকে এ রক্তগঙ্গা দেখতে পায়চারি করছিলেন। এমন সময় তিনি একজন শান্ত-দান্ত ধীরে সুস্থে বিচরণকারী শ্রমণকে দেখতে পেলেন। এই শ্রমণের নাম ছিল ন্যাগ্রোধ। রাজা ন্যাগ্রোধ শ্রমণকে ডাকালেন। শ্রমণ এসে রাজার সিংহাসনে বসলেন। এতে রাজা বিস্মিত হলেন। তিনি তার কাছে কার শিষ্য এবং কোন ধর্মাবলম্বী বলে জানতে চাইলেন। শ্রমণ বলেছিলেন আমি গৌতম বুদ্ধের শিষ্য এবং তিনি বৌদ্ধধর্ম অনুসরণ করেন। তিনি শ্রমণের ধর্মবাণী শুনে তাঁর নিকট বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন।

প্রশ্ন-৪. সঙ্গীতির মাধ্যমে কীভাবে বুদ্ধবাণী সংকলিত হয়?

উত্তর: বৌদ্ধ সঙ্গীতি বৌদ্ধদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়। বুদ্ধের সময়ে এবং তৎপরবর্তী প্রায় তিনশত বছর বুদ্ধের বাণীসমূহ লিখিত হয়নি। প্রথম দিকে বুদ্ধের শ্রুতধর ভিক্ষুসঙ্ঘ বুদ্ধবাণীসমূহ মুখস্থ করে রাখতেন। পরবর্তীতে বুদ্ধের শিষ্যবর্গের লাভ-সৎকার দেখে অনেক লোক মুণ্ডিত মস্তকে চীবর ধারণ করে লাভ-সৎকারের প্রত্যাশী হন। তাই বিনয়ধারী ভিক্ষুগণ সম্মেলনের মাধ্যমে বুদ্ধবাণী সংগ্রহের ব্যবস্থা করেন। এভাবে প্রায় ছয়টি সঙ্গীতি বা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবার ইতিহাস জানা যায়। প্রথম ও দ্বিতীয় সঙ্গীতিতেও ত্রিপিটক লিখিত হয় নি। তৃতীয় সঙ্গীতিতে সম্রাট অশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় ত্রিপিটক সংগ্রহ করে একত্রিত করা হয়। তৎপর রাজার পুত্র ভিক্ষু মহেন্দ্র ও রাজকন্যা ভিক্ষুণী সঙ্ঘমিত্রা সংগৃহীত বুদ্ধবাণী সিংহলে নিয়ে যান। সিংহল রাজা বট্টগামণী এ ত্রিপিটক ভূর্জপত্রে লেখার ব্যবস্থা করেন। এভাবে বিভিন্ন সঙ্গীতিতে বুদ্ধবাণীসমূহ সংকলনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর — নতুন পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তুর আলোকে

এনসিটিবি প্রদত্ত নতুন প্রশ্নকাঠামো অনুযায়ী এ প্রশ্নোত্তরগুলো সংযুক্ত করা হয়েছে। যোগ্যতাভিত্তিক এ প্রশ্নগুলোকে টপিকভিত্তিক উপস্থাপন করা হয়েছে এবং টু-দ্য-পয়েন্ট উত্তর দেওয়া হয়েছে। এগুলো অনুশীলন করলে ২×১০ = ২০ নম্বর নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে তুমি।

■ সঙ্গীতি ও সঙ্গীতির ধারণা

প্রশ্ন-৫. বুদ্ধ তাঁর মুখনিঃসৃত অমূল্য বাণী লিখিত আকারে দেননি। তাঁর শিষ্যগণ কীভাবে তা প্রচার করতেন?

উত্তর: বুদ্ধ লিখিত আকারে কোনো ধর্মোপদেশ দেননি। তিনি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন উপলক্ষে যেসব ধর্মোপদেশ করতেন তা তাঁর শিষ্যগণ স্মৃতিতে নিখুঁতভাবে ধারণ করে রাখতেন এবং মৌখিকভাবে প্রচার করতেন।

প্রশ্ন-৬. বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে সঙ্গীতির ভূমিকা কেমন?

উত্তর: স্বধর্মের অনুসারী মহাকারুণিক ভিক্ষুগণ বিভিন্ন সময় সঙ্গীতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সংকলিত বুদ্ধবাণীর বিশুদ্ধতা রক্ষা, গ্রন্থাকারে ও নানা উপায়ে সংরক্ষণ এবং প্রচারের ব্যবস্থা করেন। তাই বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে সঙ্গীতির ভূমিকা অনন্যসাধারণ।

প্রশ্ন-৭. সঙ্গীতি শব্দের আভিধানিক অর্থ কী?

উত্তর: অভিধানে 'সঙ্গীতি' শব্দের বিভিন্নরকম অর্থ পাওয়া যায়। যেমন: সঙ্গীত, গান, পাখির কূজন, প্রচার, ঘোষণা, পূর্বাভিনয় বা মহড়া, সভা বা সম্মেলন এবং সমবেতভাবে উচ্চারণ, আবৃত্তি, গীত, পুনরায় শ্রবণ বা বিবেচনা করা ইত্যাদি।

প্রশ্ন-৮. বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর সুভদ্র নামক এক দুর্বিনীত ভিক্ষুর উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে বুদ্ধ শিষ্যগণ এক সঙ্গীতির আহ্বান করেন। এটি কী সঙ্গীতি নামে পরিচিত?

উত্তর: বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের তিনমাস পর বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকা বুদ্ধববাণী পণ্ডিত বুদ্ধশিষ্যগণ এক সঙ্গীতি আহ্বান করে একত্রে সংকলন করেন। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে তা প্রথম সঙ্গীতি নামে পরিচিত।

প্রশ্ন-৯. কী উদ্দেশ্যে সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হতো? বুদ্ধবাণী নিয়ে মাঝে মাঝে বিতর্ক দেখা দেওয়ার কারণ কী?

উত্তর: বুদ্ধবাণী সংকলন, বিশুদ্ধভাবে সংরক্ষণ এবং প্রচার করার উদ্দেশ্যে সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হতো। সঙ্গীতিতে সংকলিত বুদ্ধবাণী ভিক্ষুগণ স্মৃতিতে ধারণ করে মৌখিকভাবে প্রচার করতেন। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতক পর্যন্ত বুদ্ধবাণী এভাবে প্রচার করা হতো। মুখে-মুখে প্রচারিত হওয়ায় বা গ্রন্থাকারে সংরক্ষণ বা লিপিবদ্ধ না হওয়ায় বুদ্ধবাণী নিয়ে মাঝে মাঝে বিতর্ক দেখা দিত।

প্রশ্ন-১০. বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে সঙ্গীতির গুরুত্ব অপরিসীম কেন?

উত্তর: নানা কারণে বুদ্ধবাণী বিকৃতি ও পরিহানির সম্মুখীন হতো এবং সঙ্ঘের মধ্যে অরাজকতা সৃষ্টি হতো। ভিক্ষুসঙ্ঘ সঙ্গীতি আহ্বানের মাধ্যমে এসব সমস্যা সমাধান করে বুদ্ধবাণী যথাযথভাবে রক্ষা করতেন। তাই বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে সঙ্গীতির গুরুত্ব অপরিসীম।

■ সঙ্গীতির উদ্দেশ্য ও পটভূমি

প্রশ্ন-১১. প্রথম সঙ্গীতির পটভূমি কী?

উত্তর: প্রথম সঙ্গীতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর সুভদ্র নামক এক দুর্বিনীত ভিক্ষুর আচরণে সকলে শঙ্কিত হন। নেতৃস্থানীয় বিনয়ী ভিক্ষুরা বুদ্ধশাসনের পরিহানির কথা চিন্তা করে। বুদ্ধবাণী সংকলন ও সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন।

প্রশ্ন-১২. দ্বিতীয় সঙ্গীতির পটভূমি কী?

উত্তর: বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের একশত বছর পর বজ্জিপুত্রীয় বিক্ষুগণ সঙ্ঘে বিনয় বহির্ভূত দশটি বিধিবিধান চালু করেন। এ দশটি বিধি-বিধানকে দসবত্থুনী বলা হয়। বজ্জিপুত্রীয় ভিক্ষুদের প্রবর্তিত দসবত্থুনী বিনয় সম্মত কিনা তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার উদ্দেশ্যে বৈশালীর বালুকারামে দ্বিতীয় সঙ্গীতি আহ্বান করা হয়েছিল।

প্রশ্ন-১৩. সম্রাট অশোকের সময় লাভ-সৎকার এবং মর্যাদার লোভে বহু অসাধু, ছদ্মবেশী ভিক্ষুর প্রাদুর্ভাব ঘটে। সংঘ ও বুদ্ধবাণীতে এর কী প্রভাব পড়ে?

উত্তর: অসাধু, ছদ্মবেশী ভিক্ষুরা অসদুপায় অবলম্বনপূর্বক বিহার ও মন্দির দখল করে বসবাস করতে থাকেন। তাঁরা ধর্মকে অধর্ম, অধর্মকে ধর্ম বলে প্রচার করতে থাকেন। এতে সঙ্ঘে যেমন অরাজকতা দেখা দেয় তেমনি প্রকৃত বুদ্ধবাণী নিয়েও সংশয় সৃষ্টি হয়।

প্রশ্ন-১৪. চতুর্থ সঙ্গীতি আয়োজনে কোন রাজার পৃষ্ঠপোষকতা রয়েছে? তিনি কীভাবে রাজ্যভার গ্রহণ করেন?

উত্তর: চতুর্থ সঙ্গীতি আয়োজনে সিংহলরাজ বট্টগামণীর পৃষ্ঠপোষকতা রয়েছে। এক সময় ভারতীয় তামিলরা শ্রীলঙ্কা দখল করে শাসন করতে থাকে। তারা বৌদ্ধ বিহার ও সংস্কৃতি ধ্বংস করতে থাকে। তাদের সঙ্গে সিংহলিদের সবসময় যুদ্ধবিগ্রহ লেগে থাকত। অবশেষে সিংহলিদের সহায়তায় রাজা বট্টগামণী তামিলদের বিতাড়িত করে শ্রীলঙ্কার রাজ্যভার গ্রহণ করেন।

প্রশ্ন-১৫. সিংহলরাজ বট্টগামণীর পৃষ্ঠপোষকতায় ত্রিপিটক প্রথম লিখিতরূপ পায়। কী কারণে তিনি এটির লিখিতরূপ দিয়েছিলেন?

উত্তর: রাজা বট্টগামণীর রাজত্বকালে সঙ্ঘে দায়িত্বজ্ঞানহীন এবং অধার্মিক ভিক্ষুর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। বহু অর্হৎ ভিক্ষু থাকলেও স্মৃতিতে ত্রিপিটক ধারণ করে রাখা ভিক্ষু সংখ্যা দিন দিন কমতে থাকে। এসব কারণে মৌখিকভাবে প্রচারিত বুদ্ধবাণী বিকৃতি ও পরিহানির আশঙ্কা দেখা দেয়। তাই রাজা বট্টগামণী এর লিখিত রূপ দিতে পৃষ্ঠপোষকতা করেন।

প্রশ্ন-১৬. পঞ্চম সঙ্গীতি কোথায় অনুষ্ঠিত হয়? এ সঙ্গীতি সম্পর্কে লেখো।

উত্তর: ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে মিয়ানমারের রাজা মিন্ডনমিনের রাজত্বকালে মান্দালয়ে পঞ্চম সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়। ত্রিপিটক তথা বুদ্ধবাণী মার্বেল পাথরে খোদাই করে সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে রেঙ্গুনের অনতিদূরে 'কাবা আয়ে বিশ্বশান্তি প্যাগোডায়' পঞ্চম সঙ্গীতি আহ্বান করা হয়েছিল। উক্ত সঙ্গীতিতে মান্দালয় পর্বতে ত্রিপিটক ৭২৯ খানা মার্বেল পাথরে খোদিত হয়।

■ প্রথম সঙ্গীতি

প্রশ্ন-১৭. প্রথম সঙ্গীতির পৃষ্ঠপোষক কে ছিলেন? এ সঙ্গীতির জন্য স্থানটিকে কীভাবে সাজানো হয়েছে?

উত্তর: রাজা অজাতশত্রুর পৃষ্ঠপোষকতায় রাজগৃহের সপ্তপর্ণী গুহার সামনে বিশাল মণ্ডপ তৈরি করা হয়। এতে দক্ষিণমুখী ও উত্তরমুখী করে পাঁচশো স্থবিরের আসন সজ্জিত করা হয়। মণ্ডপের মধ্যভাগে পূর্বমুখী করে ধর্মাসন নির্মাণ করা হয়।

প্রশ্ন-১৮. কারা প্রথম সঙ্গীতির সঙ্গীতিকারক নির্বাচিত হয়েছিলেন?

উত্তর: মহাকশ্যপ স্থবির সর্বসম্মতিক্রমে প্রথম সঙ্গীতির সভাপতি নির্বাচিত হন। এতে স্থির হয় যে সঙ্গায়নে অংশগ্রহণকারী সকল ভিক্ষু অর্হৎ হবেন। অতঃপর, বৌদ্ধধর্মে পণ্ডিত পাঁচশো জন অর্হৎ ভিক্ষু নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

প্রশ্ন-১৯. অর্হত্বে উন্নীত না হওয়ায় আনন্দ স্থবিরকে সঙ্গীতকারক নির্বাচন করা হয়নি। কিন্তু তা স্বত্বেও তাঁর জন্য একটি আসন খালি রাখা হয়' কেন?

উত্তর: আনন্দ স্থবির বুদ্ধের সেবক এবং শ্রুতিধর ছিলেন। বুদ্ধের সকল ধর্মোপদেশ তিনি ধারণ করে রাখতেন। তাঁর গুণাবলি সম্পর্কে বুদ্ধশিষ্যগণ অবহিত ছিলেন এবং সকলে তাঁর উপস্থিতি কামনা করেছিলেন। তাই তার জন্য একটি আসন খালি রাখা হয়।

প্রশ্ন-২০. প্রথম সঙ্গীতিতে মহাকশ্যপ স্থবির সভাপতিত্ব করেন। সভাপতি নির্বাচিত হয়ে প্রথমে তিনি কী করেন?

উত্তর: প্রথম সঙ্গীতির সভাপতি মহাকশ্যপ নিজেই প্রশ্নকর্তা নিযুক্ত হন। প্রথমে বিনয় সঙ্গায়ন করা হবে বলে স্থির করা হলো। উপালি ধর্মাসন অলঙ্কৃত করেন। মহাকশ্যপ স্থবির সঙ্ঘের সম্মতি অনুসারে উপালি স্থবিরকে বিনয় সম্পর্কে প্রশ্ন করেন।

■ দ্বিতীয় সঙ্গীতি

প্রশ্ন-২১. বজ্জিপুত্রীয় ভিক্ষুগণ সংঘে বিনয়-বহির্ভূত দশটি বিধিবিধান বা দশবত্থুনী প্রচলন করেন। এর ২নং বিধান কী?

উত্তর: দশবত্থুনীর ২নং বিধান হলো— মধ্যাহ্নের পর সূর্যের ছায়া দুই আঙুল হেলে পড়লেও ভিক্ষুগণ খাদ্য গ্রহণ করতে পারবেন। কিন্তু পাতিমোক্ষের নিয়ম অনুসারে ভিক্ষুগণ মধ্যাহ্নের পর ভোজন করতে পারেন না।

প্রশ্ন-২২. দশবত্থুনীর ৩নং বিধানে কী বর্ণিত আছে?

উত্তর: বিনয়বহির্ভূত দশটি বিধিবিধান সম্বলিত দশবত্থুনীর ৩নং বিধানে বর্ণিত বিষয় হলো— ভিক্ষুগণ একবার ভোজন করে পুনরায় অন্য গ্রামে গিয়ে ভোজন করতে পারবেন। কিন্তু পাতিমোক্ষের ৩৫নং পাচিত্তিয়া অনুসারে ভিক্ষুগণ তা করতে পারেন না।

প্রশ্ন-২৩. বিনয়ী ভিক্ষুদের একত্রীকরণে যশ স্থবির কী পদক্ষেপ নিয়েছিলেন?

উত্তর: ভিক্ষু যশ স্থবির পশ্চিম ভারতের অবন্তি ও পাঠেয্য অঞ্চল এবং দক্ষিণাকালের ভিক্ষুদের নিকট খবর প্রেরণ করেন এবং নিজে অহোঙ্গ পর্বতে অবস্থানকারী মহামাণ্য সম্ভূত সানবাসী ভিক্ষুর নিকট গমন করেন।

প্রশ্ন-২৪. বিনয় বহির্ভূত 'দশবত্থুনী' বিষয়ে স্থবির সম্ভূত সানবাসীর পরামর্শে স্থবির যশ ও ১৫২ জন ভিক্ষু স্থবির রেবতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এর ফলাফল কী ছিল?

উত্তর: স্থবির যশ ও ১৫২ জন ভিক্ষু সম্ভূত সানবাসীর পরামর্শে রেবত স্থবিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁকে দশবত্থুনী সম্পর্কে অবহিত করেন। রেবত স্থবির সমস্ত দশবত্থুনী বিচার বিশ্লেষণ করে বিনয় বহির্ভূত বলে রায় দেন এবং বলেন বজ্জিপুত্রীয় ভিক্ষুদের তা পরিত্যাগ করা উচিত।

প্রশ্ন-২৫. দ্বিতীয় সঙ্গীতি কোথায় অনুষ্ঠিত হয়? এ অনুষ্ঠানের প্রাথমিক কার্যক্রম কী ছিল?

উত্তর: বৈশালীর বালুকারামে দ্বিতীয় সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় সঙ্গীতির প্রাথমিক পর্যায়ে উপস্থিত ভিক্ষুগণ রেবত স্থবিরের পরামর্শে বৈশালীতে গিয়ে বিবাদ মীমাংসা করার জন্য সঙ্গায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। সঙ্গায়ন করার উদ্দেশ্যে ত্রিপিটকধর প্রতিসম্ভিদাপ্রাপ্ত সাতশো অর্হৎ ভিক্ষু নির্বাচন করে বৈশালীর বালুকারামে সমবেত হন।

প্রশ্ন-২৬. দ্বিতীয় সঙ্গীতিতে একটি কার্যকারক সভা গঠন করা হয়। এ সভার সদস্য ছিলেন কারা?
উত্তর: দ্বিতীয় সঙ্গীতিতে সর্বসম্মতিক্রমে আটজন ভিক্ষুর সমন্বয়ে একটি কার্যকারক সভা গঠন করা হয়। এ সভায় পূর্ব ভারত হতে চারজন এবং পশ্চিম ভারত হতে চারজন ভিক্ষু অংশগ্রহণ করেন। কার্যকারক সভার আটজন ভিক্ষু হলেন: সব্বকামী, খুজ্জশোভিত, সালহ, বসভ, রেবত, সম্ভূত সানবাসী, যশ এবং সুমন স্থবির।

■ তৃতীয় সঙ্গীতি

প্রশ্ন-২৭. পাটলীপুত্র নগরে দীর্ঘদিন ধরে ধর্মানুষ্ঠান বন্ধ থাকে কেন?
উত্তর: প্রকৃত বিনয়ী ভিক্ষুরা ছদ্মবেশী অবিনয়ী ভিক্ষুদের সঙ্গে উপোসথ প্রবারণা ও পাতিমোক্ষ আবৃত্তি প্রভৃতি ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান সম্পাদন করতে অস্বীকৃতি জানালে পাটলীপুত্র নগরের বিভিন্ন ধর্মানুষ্ঠান দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকে।

প্রশ্ন-২৮. ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে। তাঁর রাজত্বকালে বহু ধার্মিক ভিক্ষুকে হত্যা করা হয়েছিল কেন?
উত্তর: অধার্মিক ভিক্ষুরা চক্রান্ত করে সম্রাট অশোকের নিকট পাটলীপুত্র নগরে উপোসথ করবার জন্য আদেশ জারি করালেন। তাতেও ধার্মিক ভিক্ষুরা উপোসথ পালন করতে রাজি হলেন না। ফলে অনভিজ্ঞ মন্ত্রীর আদেশে বহু ধার্মিক ভিক্ষুকে হত্যা করা হয়।

প্রশ্ন-২৯. তৃতীয় সঙ্গীতিতে সঙ্গীতির সভাপতি একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় কী?
উত্তর: তৃতীয় সঙ্গীতিতে মোগ্গলীপুত্র তিষ্য স্থবির 'কথাবত্থু' নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থটিতে অন্যান্য মতবাদীদের মতামত খণ্ডন করে বিভাজ্যবাদীদের মতবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত করা হয়। বুদ্ধবাণীর সারমর্ম প্রতিফলিত হওয়ায় গ্রন্থটি অভিধর্ম পিটকের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

প্রশ্ন-৩০. তৃতীয় সঙ্গীতির পরেই মহামতি অশোক ভিক্ষুসঙ্ঘকে দেশ বিদেশে ধর্ম প্রচারের জন্য প্রেরণ করেন। তিনি এ কাজের জন্য কী পদক্ষেপ নিয়েছিলেন?
উত্তর: মহামতি অশোক ধর্মপ্রচারের জন্য 'ধর্ম মহাপাত্র' নামে বিশেষ শ্রেণির রাজকর্মচারী নিযুক্ত করেন। তাঁরা নগরে প্রান্তরে সর্বত্র ধর্মনীতি প্রচার করতেন। তিনি স্বীয় পুত্র ও কন্যা যথাক্রমে মহেন্দ্র স্থবির ও ভিক্ষুণী সঙ্ঘমিত্রাকেও ধর্মপ্রচারের জন্য প্রেরণ করেন।

প্রশ্ন-৩১. ভিক্ষুসংঘ বিশুদ্ধকরণ এবং বুদ্ধের প্রকৃত মতবাদ নির্ণয়ে তৃতীয় সঙ্গীতির আয়োজন করা হয়। এ সঙ্গীতির যেকোনো তিনটি ফলাফল লেখো।
উত্তর: তৃতীয় সঙ্গীতির ৩টি গুরুত্বপূর্ণ ফল হলো— ১. ছদ্মবেশী অবিনয়ী ভিক্ষুদের সঙ্ঘ হতে বহিষ্কার করা হয়। ২. সঙ্গীতিকারক সব ভিক্ষু এক বাক্যে স্বীকার করে নেন যে, প্রথম ও দ্বিতীয় সঙ্গীতিতে গৃহীত ধর্ম বিনয়সমূহ তথাগত বুদ্ধের মুখনিঃসৃত বাণী ও উপদেশ। ৩. প্রথম ও দ্বিতীয় সঙ্গীতিতে যে ধর্ম-বিনয় আবৃত্তি ও গৃহীত হয়েছিল সেগুলো তৃতীয় সঙ্গীতিতে আবার অনুমোদিত হয়।

প্রশ্ন-৩২. বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে তৃতীয় সঙ্গীতির বিশেষত্ব কী?
উত্তর: তৃতীয় সঙ্গীতিতে প্রথম সঙ্গীতিতে আবৃত্তিকৃত বিনয়কে ঠিক রেখে ধর্মকে দুভাগে ভাগ করা হয়, যাকে সূত্র ও অভিধর্ম নামে আখ্যায়িত করা হয়। ফলে বুদ্ধবাণী মোট তিন ভাগে বিভক্ত হয়। যথা: বিনয়, সুত্ত ও অভিধর্ম। এ তিনটি সংকলনের পর এর নামকরণ করা হয় ত্রিপিটক।

■ বুদ্ধবাণী গ্রন্থাকারে সংকলনে সঙ্গীতির ভূমিকা

প্রশ্ন-৩৩. প্রথম দিকে বুদ্ধবাণী মুখে মুখে প্রচারিত হতো। এর বিকৃতি বা অর্থান্তরের আশঙ্কার কারণগুলো কী?
উত্তর: নানা কারণে মুখে-মুখে প্রচারিত যেকোনো বিষয় বিকৃত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তন্মধ্যে অন্যতম কারণসমূহ হচ্ছে:
১. অন্যভাষার প্রভাব;
২. একাধিক ভাষাভাষী লোকের সহাবস্থান;
৩. উচ্চারণের দুর্বলতা;
৪. বোঝার দুর্বলতা এবং
৫. ব্যাখ্যার বিকৃতি বা অর্থান্তর হওয়ার আশঙ্কা।

প্রশ্ন-৩৪. তালপত্রে লিখিত বুদ্ধ বাণীর পাণ্ডুলিপি শিলালিপিতে নকল করা হয়। কিন্তু এ বিষয়টি নিয়ে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছিল কেন?
উত্তর: তালপত্রে লিখিত বুদ্ধবাণীর পাণ্ডুলিপি নকল করে, শিলালিপিতে খোদাই করে এবং গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে বুদ্ধবাণী সংরক্ষণ করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু খোদাইকার বা লিপিকারের প্রমাদবশত ক্ষেত্রবিশেষে বুদ্ধবাণী অশুদ্ধভাবে উপস্থাপন হতে থাকে। ফলে ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হয়।

অ্যাপ্লিকেশন অংশ: জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন

■ ৩২টি জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ■ ১৯টি অনুধাবনমূলক প্রশ্ন

নিশ্চিত নম্বরের প্রশ্ন ও উত্তর SURE 15 পাঠ্যবই ও বোর্ডের সূত্র উল্লেখসহ

পরীক্ষায় জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্নের ৩×৫ = ১৫ নম্বর সরাসরি কমন পাওয়া সম্ভব। তাই এখানে দেওয়া হয়েছে পাঠ্যবইয়ের টপিক ও পৃষ্ঠার সূত্র উল্লেখ করে অধ্যায়টির সকল গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর। এ প্রশ্নগুলো অনুশীলন করলে পরীক্ষায় ১০০% কমন পাবে তুমি।

জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

■ সঙ্গীতির ধারণা

প্রশ্ন-১. সঙ্গীতি কী? *◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৯৭।*
উত্তর: সঙ্গীতি হলো ভিক্ষুসঙ্ঘের সর্বোচ্চ নীতি-নির্ধারণী সভা বা সম্মেলন।

প্রশ্ন-২. বৌদ্ধ সাহিত্যে সঙ্গীতি শব্দটি কী বুঝাতে ব্যবহৃত হয়? *◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৯৭।*
উত্তর: সভা বা সম্মেলন বুঝাতে ব্যবহৃত হয়।

প্রশ্ন-৩. ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কয়টি সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়? *◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৯৮।*
উত্তর: ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ছয়টি সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়।

■ সঙ্গীতির উদ্দেশ্য ও পটভূমি

প্রশ্ন-৪. সঙ্গীতির অন্যতম উদ্দেশ্য কী ছিল? *◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৯৮।*
উত্তর: বুদ্ধবাণী সংকলন, বিশুদ্ধভাবে সংরক্ষণ এবং প্রচার করাই সঙ্গীতির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল।

প্রশ্ন-৫. বুদ্ধের শেষ শিষ্যের নাম কী? *◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৯৮।*
উত্তর: সুভদ্র।

প্রশ্ন-৬. কাদের মাধ্যমে শ্রীলঙ্কায় বুদ্ধশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়? *◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৯৮।*
উত্তর: সম্রাট অশোক পুত্র মহেন্দ্র থের ও কন্যা সঙ্ঘমিত্রার মাধ্যমে।

প্রশ্ন-৭. কার রাজত্বকালে পঞ্চম সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়? *◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৯৮।*
উত্তর: মিয়ানমারের রাজা মিন্ডনমিনের রাজত্বকালে।

প্রশ্ন-৮. কখন পঞ্চম সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়? ◄ *সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১০০।*
উত্তর: ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে।

প্রশ্ন-৯. মান্দালয় পর্বতে ত্রিপিটক কয়টি মার্বেল পাথরে খোদিত করা হয়? ◄ *সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১০০।*
উত্তর: ৭২৯ খানা মার্বেল পাথরে খোদাই করা হয়।

প্রশ্ন-১০. মিয়ানমারে ষষ্ঠ সঙ্গীতি আহ্বান করা হয় কত সালে? ◄ *সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১০০।*
উত্তর: ১৯৫৪-১৯৫৬ সালে।

■ প্রথম সঙ্গীতি

প্রশ্ন-১১. প্রথম সঙ্গীতি কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল? */সকল বোর্ড-২০১৬/* ◄ *সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১০১।*
উত্তর: রাজগৃহের সপ্তপর্ণী গুহায় প্রথম সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

প্রশ্ন-১২. প্রথম সঙ্গীতির পৃষ্ঠপোষকতা করেন কে? ◄ *সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১০১।*
উত্তর: রাজা অজাতশত্রু।

প্রশ্ন-১৩. কে বুদ্ধের সেবক এবং শ্রুতিধর ছিলেন? ◄ *সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১০১।*
উত্তর: আনন্দ স্থবির।

প্রশ্ন-১৪. পঞ্চশতিকা সঙ্গীতি কাকে বলা হয়? */ঢা. বো. '১৯/* ◄ *সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১০২।*
উত্তর: পাঁচশ, অর্হৎ দ্বারা প্রথম সঙ্গীতি সম্পন্ন হয়েছিল বলে প্রথম সঙ্গীতিকে পঞ্চশতিকা সঙ্গীতি বলে।

প্রশ্ন-১৫. পাঁচশত অর্হৎ দ্বারা প্রথম সঙ্গীতি সম্পন্ন হয়েছিল বলে একে কী বলা হয়? ◄ *সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১০২।*
উত্তর: পঞ্চশতিকা সঙ্গীতি বলা হয়।

■ দ্বিতীয় সঙ্গীতি

প্রশ্ন-১৬. বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের কত বছর পর ভিক্ষুগণ সঙ্ঘে দশবস্তুনী প্রচলন করেন? ◄ *সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১০২।*
উত্তর: একশত বছর পর।

প্রশ্ন-১৭. বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের কত বছর পর বজ্জিপুত্রীয় ভিক্ষুগণ সঙ্ঘ বিনয় বহির্ভূত দশটি বিধিবিধান প্রচলন করেন? ◄ *সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১০২।*
উত্তর: বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের একশো বছর পর বজ্জিপুত্রীয় ভিক্ষুগণ সঙ্ঘ বিনয় বহির্ভূত দশটি বিধিবিধান প্রচলন করেন।

প্রশ্ন-১৮. 'পটিসারণীয় কম্ম' কী? */চট্টগ্রাম বোর্ড-২০১৯/* ◄ *সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১০২।*
উত্তর: বজ্জিপুত্রীয় ভিক্ষুগণ ক্ষুব্ধ হয়ে যশ স্থবিরকে পুনরায় মিলনের বা বন্ধুত্ব স্থাপনের জন্য যে আহ্বান জানান তাই হচ্ছে 'পটিসারণীয় কম্ম।'

প্রশ্ন-১৯. কোথায় দ্বিতীয় সঙ্গীতি আহ্বান করা হয়েছিল? ◄ *সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১০৩।*
উত্তর: বৈশালীর বালুকারামে।

প্রশ্ন-২০. দ্বিতীয় সঙ্গীতির পর ভিক্ষুসঙ্ঘ কয়ভাগে বিভক্ত হয়? ◄ *সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১০৪।*
উত্তর: দ্বিতীয় সঙ্গীতির পর ভিক্ষুসঙ্ঘ স্থবিরবাদী ও মহাসাঙ্ঘিক এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়।

প্রশ্ন-২১. বুদ্ধ প্রবর্তিত বিনয়কে বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা করে কোন সঙ্গীতি? ◄ *সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১০৪।*
উত্তর: দ্বিতীয় সঙ্গীতি।

■ তৃতীয় সঙ্গীতি

প্রশ্ন-২২. বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষে ব্যাপক প্রসার লাভ করে কার সহায়তায়? ◄ *সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১০৫।*
উত্তর: বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষে ব্যাপক প্রসার লাভ করে সম্রাট অশোকের সহায়তায়।

প্রশ্ন-২৩. সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে মগধের রাজধানীর নাম কী ছিল? ◄ *সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১০৫।*
উত্তর: সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে মগধের রাজধানীর নাম ছিল পাটলীপুত্র।

প্রশ্ন-২৪. কোথায় তৃতীয় সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়? ◄ *সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১০৫।*
উত্তর: মগধের রাজধানী পাটলিপুত্রের অশোকারামে।

প্রশ্ন-২৫. তৃতীয় সঙ্গীতি কত মাস স্থায়ী হয়? ◄ *সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১০৬।*
উত্তর: তৃতীয় সঙ্গীতি নয় মাস স্থায়ী হয়।

প্রশ্ন-২৬. কতজন অর্হৎ তৃতীয় সঙ্গীতিতে অংশগ্রহণ করেন? ◄ *সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১০৬।*
উত্তর: এক হাজার অর্হৎ ভিক্ষু তৃতীয় সঙ্গীতিতে অংশগ্রহণ করেন।

প্রশ্ন-২৭. 'কথাবত্থু' গ্রন্থটি কে রচনা করেন? ◄ *সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১০৬।*
উত্তর: 'কথাবত্থু' গ্রন্থটি মোগগলীপুত্র তিষ্য স্থবির রচনা করেন।

প্রশ্ন-২৮. সম্রাট অশোক ধর্ম প্রচারের জন্য কী নামে রাজকর্মচারী নিযুক্ত করেন? ◄ *সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১০৬।*
উত্তর: 'ধর্ম মহামাত্র' নামে রাজকর্মচারী নিযুক্ত করেন।

প্রশ্ন-২৯. সম্রাট অশোক কতজন অবিনয়ী ভিক্ষুদের সঙ্ঘ হতে বহিষ্কার করেন? ◄ *সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১০৬।*
উত্তর: ষাট হাজারের অধিক অবিনয়ী ভিক্ষুদের সঙ্ঘ হতে বহিষ্কার করেন।

প্রশ্ন-৩০. কে বুদ্ধবাণী সিংহলে নিয়ে যান? ◄ *সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১০৬।*
উত্তর: সম্রাট অশোকের পুত্র মহেন্দ্র থের।

■ বুদ্ধবাণী গ্রন্থাকারে সংকলনে সঙ্গীতির ভূমিকা

প্রশ্ন-৩১. সিংহলের রাজা কে ছিলেন? ◄ *সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১০৮।*
উত্তর: রাজা বট্টগামণী।

প্রশ্ন-৩২. পঞ্চম সঙ্গীতি বুদ্ধবাণীকে কী করে? ◄ *সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১০৮।*
উত্তর: মার্বেল পাথরে খোদাই করে রেখে চিরস্থায়িত্ব প্রদান করে।

② অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

■ সঙ্গীতির ধারণা

প্রশ্ন-১. সঙ্গীতি বলতে কী বোঝ? ◄ *সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৯৭।*
উত্তর: বৌদ্ধ সাহিত্যে সঙ্গীতি শব্দটি সভা বা সম্মেলন বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। বুদ্ধের জীবিতকালে তার ধর্ম-দর্শন এবং সঙ্ঘের বিধিবিধানসহ যে কোনো বিষয়ে বিতর্ক বা সমস্যা দেখা দিলে তা বুদ্ধ নিজে বা তার নির্দেশনায় নেতৃস্থানীয় শিষ্যগণ সমাধান করতেন। কিন্তু বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর এরূপ সকল সমস্যা পণ্ডিত ভিক্ষু সঙ্ঘে সমবেত হয়ে সভা বা সম্মেলন আহ্বানের মাধ্যমে সমাধান করতেন। এই সভা বা সম্মেলন সঙ্গীতি নামে পরিচিত।

প্রশ্ন-২. বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর বিভিন্ন সমস্যা কীভাবে সমাধান করা হতো? ◄ *সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৯৭।*
উত্তর: বুদ্ধের জীবিতকালে তাঁর ধর্মদর্শন এবং সঙ্ঘের বিধিবিধানসহ যে কোনো বিষয়ে বিতর্ক বা সমস্যা দেখা দিলে তা বুদ্ধ নিজে বা তাঁর নির্দেশনায় নেতৃস্থানীয় শিষ্যগণ সমাধান করতেন। কিন্তু বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর এরূপ সকল সমস্যা পণ্ডিত ভিক্ষুসঙ্ঘ সমবেত হয়ে সভা বা সম্মেলন আহ্বানের মাধ্যমে সমাধান করতেন।

প্রশ্ন-৩. বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর কীভাবে বুদ্ধবাণী প্রচারিত হতো? ◄ *সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৯৭। /রাঙামাটি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়/*
উত্তর: বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর ভিক্ষুগণ তাঁর বাণী স্মৃতিতে ধারণ করে কণ্ঠস্থ করে রাখতেন। প্রথম সঙ্গীতে সংকলিত বুদ্ধবাণী ভিক্ষুগণ স্মৃতিতে ধারণ করে মৌখিকভাবে প্রচার করতেন। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতক পর্যন্ত বুদ্ধবাণী এভাবে প্রচার করা হতো।

■ সঙ্গীতির উদ্দেশ্য ও পটভূমি

প্রশ্ন-৪. বৌদ্ধধর্মে সঙ্গীতি আহ্বানের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করো। ◄ *সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৯৮।*
উত্তর: বৌদ্ধধর্মে সঙ্গীতি আহ্বানের উদ্দেশ্য হলো মহাকারুণিক গৌতম বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর তাঁর দেশিত ধর্মবাণী ও উপদেশ লিখিত আকারে সংরক্ষণ করা।

বৌদ্ধধর্মীয় প্রশ্ন মীমাংসা, প্রকৃত বুদ্ধবাণী নির্ধারণ, সংকলন, সংরক্ষণ, বিশুদ্ধতা রক্ষা, প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে সঙ্গীতির গুরুত্ব অপরিসীম।

অধ্যায় ৮

প্রশ্ন-৫. সঙ্গীতি আহ্বান করা হয়েছিল কেন? ব্যাখ্যা করো।
◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৯৮ /রা. বো. '১৯/

উত্তর: বুদ্ধের ধর্মবাণী ও উপদেশ লিখিত আকারে সংরক্ষণ করার জন্য সঙ্গীতি আহ্বান করা হয়েছিল।

বুদ্ধ লিখিতভাবে কোন ধর্মোপদেশ দান করেননি। বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকলে বা বিভিন্ন জন কর্তৃক কণ্ঠস্থ থাকলে বুদ্ধবাণী কলুষিত ও বিকৃত হতে পারে। বিস্মৃত হয়ে হারিয়ে যেতে পারে। অন্যজনের বাণীও বুদ্ধবাণী হিসেবে প্রচারিত হতে পারে। এরূপ হলে বুদ্ধশাসনের পরিহানি ঘটবে। তাই প্রথম সঙ্গীতি আহ্বান করা হয়েছিল।

প্রশ্ন-৬. বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে সঙ্গীতি কেন গুরুত্বপূর্ণ?
◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৯৯ /দি. বো. '২৪/

উত্তর: বুদ্ধের ধর্মবাণী ও উপদেশ লিখিত আকারে সংরক্ষণ এবং প্রকৃত বুদ্ধ বাণী সংকলণে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে সঙ্গীতি গুরুত্বপূর্ণ। বৌদ্ধধর্মে সঙ্গীতি আহ্বানের উদ্দেশ্য হলো মহাকারুণিক গৌতম বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর তাঁর দেশিত ধর্মবাণী ও উপদেশ লিখিত আকারে সংরক্ষণ করা। বৌদ্ধধর্মীয় প্রশ্ন মীমাংসা, প্রকৃত বুদ্ধবাণী নির্ধারণ, সংকলন, সংরক্ষণ, বিশুদ্ধতা রক্ষা, প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে সঙ্গীতির গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন-৭. প্রকৃত বুদ্ধবাণী সংকলনে সঙ্গীতির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো।
◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৯৯ /চ. বো. '১৯/

উত্তর: প্রকৃত বুদ্ধবাণী সংকলনে সঙ্গীতির গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রথম দিকে বুদ্ধের শ্রুতিধর ভিক্ষুসঙ্ঘ বুদ্ধবাণীসমূহ মুখস্থ করে রাখতেন। পরবর্তীতে বুদ্ধের শিষ্যবর্গের লাভ-সৎকার দেখে অনেক লোক মুণ্ডিত মস্তকে চীবর ধারণ করে লাভ সৎকারের প্রত্যাশী হয়ে ভিক্ষুসঙ্ঘে প্রবেশ করেন তারা বুদ্ধবাণীর ভুল ব্যাখ্যা করে তা বিকৃত করতে শুরু করেন। তখন বিনয়ধারী ভিক্ষুগণ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকৃত বুদ্ধবাণী সংকলনের ব্যবস্থা করেন। এই সম্মেলনই বৌদ্ধধর্মে সঙ্গীতি নামে পরিচিত।

প্রশ্ন-৮. বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর সুভদ্র কী বলেছিলেন?
◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৯৯ /

উত্তর: মহাপরিনির্বাণের পর ভিক্ষুগণ শোকে ক্রন্দন করতে থাকলে সুভদ্র নামক এক দুর্বিনীত ভিক্ষু তাঁদের উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, "হে ভিক্ষুগণ! শোক করবেন না, পরিদেব করবেন না। মহাশ্রমণের মৃত্যুতে আমরা ইহা করো, ইহা কারো না' প্রভৃতি উপদ্রব হতে মুক্ত হয়েছি। এখন থেকে আমাদের যা ইচ্ছা তা করতে পারবো।" উল্লেখ্য যে সুভদ্র ছিলেন বুদ্ধের শেষ শিষ্য, তিনি বৃদ্ধ বয়সে প্রব্রজিত হয়েছিলেন।

■ প্রথম সঙ্গীতি

প্রশ্ন-৯. প্রথম সঙ্গীতি আহ্বান করা হয়েছিল কেন?
◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১০০ /রা. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো. '২০/

উত্তর: বুদ্ধ লিখিতভাবে কোন ধর্মোপদেশ দান করেননি। বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকলে বা বিভিন্ন জন কর্তৃক কণ্ঠস্থ থাকলে বুদ্ধবাণী কলুষিত ও বিকৃত হতে পারে। বিস্মৃত হয়ে হারিয়ে যেতে পারে। অন্যজনের বাণীও বুদ্ধবাণী হিসেবে প্রচারিত হতে পারে। এরূপ হলে বুদ্ধশাসনের পরিহানি ঘটবে। তাই প্রথম সঙ্গীতি আহ্বান করা হয়েছিল।

প্রশ্ন-১০. আনন্দ স্থবিরকে প্রথমে কেন সঙ্গীতিকারক হিসেবে নির্বাচন করা হয়নি? *◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১০১ /*

উত্তর: মহাকশ্যপ স্থবির সর্বসম্মতিক্রমে প্রথম সঙ্গীতির সভাপতি নির্বাচিত হন। এতে স্থির হয় যে, সঙ্ঘায়নে অংশগ্রহণকারী সকল ভিক্ষু অর্হৎ হবেন। অতঃপর, বৌদ্ধধর্মে পণ্ডিত পাঁচশত জন অর্হৎ ভিক্ষু নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আনন্দ স্থবিরকে প্রথমে নির্বাচন করা হয়নি। কারণ তিনি তখনও অর্হত্বে উন্নীত হননি।

প্রশ্ন-১১. প্রথম সঙ্গীতি কীভাবে বৌদ্ধধর্মে ভূমিকা রাখে?
◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১০১ /

উত্তর: বুদ্ধবাণী সংকলন ও সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে রাজগৃহের সপ্তপর্ণী গুহায় প্রথম সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়।

পাঁচশো অর্হৎ ভিক্ষুর উপস্থিতিতে মহাকশ্যপ স্থবিরের সভাপতিত্বে এবং উপালি ও আনন্দ স্থবিরের দেশনায় বুদ্ধবাণী ধর্ম-বিনয় হিসেবে সংকলিত হয় বা সংগৃহীত হয়। প্রথম সঙ্গীতির ভূমিকা বৌদ্ধধর্মে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

প্রশ্ন-১২. পঞ্চশতিকা কী? *◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১০২ /*

উত্তর: পাঁচশো অর্হৎ দ্বারা প্রথম সঙ্গীতি সম্পন্ন হয়েছিল বলে একে পঞ্চশতিকা বলা হয়। প্রথম সঙ্গীতি সম্পন্ন হতে চার মাস সময় লেগেছিল। পাঁচশো অর্হৎ ভিক্ষুর উপস্থিতিতে মহাকাশ্যপ স্থবিরের সভাপতিত্ব এবং উপালি ও আনন্দ স্থবিরের দেশনায় বুদ্ধবাণী ধর্ম-বিনয় হিসেবে সংকলিত হয়।

■ দ্বিতীয় সঙ্গীতি

প্রশ্ন-১৩. "দশবত্থুনী" বলতে কী বোঝ? *◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১০২ /*

উত্তর: বুদ্ধের সময় ত্রিপিটক লিখিত হয় নি। তাই অবিনীত ভিক্ষুগণ বিনয় বহির্ভূত কার্যকলাপ করতেন। তাই প্রথম সঙ্গীতি বা সম্মেলন হয়েছিল। বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের ১০০ বছর পর বৈশালীর বজ্জিপুত্রীয় ভিক্ষুগণও বিনয় বহির্ভূত কতিপয় মনগড়া বিধান চালু করেন। ইতিহাসে যা 'দশবত্থুনী' নামে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এক কথায় বজ্জিপুত্রীয় ভিক্ষুগণের বিনয় বা নীতিহীন ১০ প্রকার মতবাদকে 'দশবত্থুনী' বলা হয়।

প্রশ্ন-১৪. দ্বিতীয় সঙ্গীতিকে সপ্তশতিকা সঙ্গীতি বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। *◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১০৪ /সকল বোর্ড-২০১৮/*

উত্তর: সাতশো অর্হৎ ভিক্ষুর উপস্থিতিতে দ্বিতীয় সংগীতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল বলে এর নাম সপ্তশতিকা সংগীতি। বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের একশো বছর পর এই সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়।

■ তৃতীয় সঙ্গীতি

প্রশ্ন-১৫. সম্রাট অশোকের সময় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে অরাজকতা দেখা দিয়েছিল কেন? *◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১০৫ /*

উত্তর: সম্রাট অশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধ ভিক্ষুদের লাভ-সৎকার বেড়ে যায় এবং তারা বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হন। ফলে লাভ-সৎকারের আশায় অনেক ছদ্মবেশী নিজেদের ভিক্ষু বলে পরিচয় দিয়ে থাকে। তারা ধর্মকে অধর্ম, অধর্মকে ধর্ম বলে প্রচার করতে থাকে। এর ফলে দেখা দেয় অরাজকতা।

প্রশ্ন-১৬. তৃতীয় সঙ্গীতি কেন আহ্বান করা হয়েছিল?
◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১০৫ /ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা/

উত্তর: তৃতীয় সংগীতি আহ্বানের কারণ হলো ছদ্মবেশী ভিক্ষুদের দমন এবং বিনয়ী ভিক্ষুদের মর্যাদাদান। বুদ্ধের প্রকৃত মতবাদ নির্ণয় এবং ত্রিপিটকের শুদ্ধতা নির্ণয় করা ছিল তৃতীয় সঙ্গীতির অন্যতম কারণ। সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে মগধের রাজধানী পাটলিপুত্রের অশোকারামে তৃতীয় সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়।

প্রশ্ন-১৭. সম্রাট অশোক বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য কী করে ছিলেন? ব্যাখ্যা কর। *◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১০৬ /*

উত্তর: সম্রাট অশোক বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য বিভিন্ন দেশে ধর্ম প্রচারক প্রেরণ করেন। তৃতীয় সঙ্গীতির পর মহামতি অশোক ধর্ম প্রচারের জন্য ধর্ম মহামাত্র নামে এক বিশেষ শ্রেণির রাজকর্মচারী নিযুক্ত করেন। তাঁরা নগরে প্রান্তরে সর্বত্র ধর্মনীতি প্রচার করতেন।

■ বুদ্ধবাণী গ্রন্থাকারে সংকলনে সংগীতির ভূমিকা

প্রশ্ন-১৮. মুখে মুখে প্রচারিত যে কোনো বিষয় বিকৃত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে কী কারণে?

উত্তর: মুখে মুখে প্রচারিত বিষয় নানা কারণে বিকৃত হতে পারে। যথা– ১. অন্য ভাষার প্রভাব; ২। একাধিক ভাষাভাষী লোকের সহাবস্থান; ৩। উচ্চারণের দুর্বলতা; ৪। বোঝার ও ব্যাখ্যা করার দুর্বলতা।

প্রশ্ন-১৯. সিংহলে বুদ্ধবাণী বিকৃত ও বিস্মৃত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে কী পদক্ষেপ নেয়া হয়?

উত্তর: সিংহলে বুদ্ধবাণী বিকৃত ও বিস্মৃত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে চতুর্থ সঙ্গীতির আয়োজন করে ভূর্জপত্রে বুদ্ধবাণী লিপিবদ্ধ করা হয়। পরে এ পাণ্ডুলিপি নকল করে শিলালিপিতে খোদাই করে এবং গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে বুদ্ধবাণী সংরক্ষণ করার চেষ্টা করা হয়।